Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব

PRESENTED
11|236
LIBRARY
No. 22/203
BANARAS

শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত, বি-এ, বি-টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. २२/२९३
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব

শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত, বি-এ, বি-টি

***
**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম হইতে আশ্রম মোহান্ত শ্রীমৎ ব্রজেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

[এক টাকা]

প্রকাশক কর্তৃক এই পুস্তকের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
বাসন্তী প্রেস
১১-বি ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা—৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No........ 22/203
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবায় ব্যয়িত হইবে। পুনর্মুদ্রণ, প্রচার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাদি প্রকাশক ও আশ্রমের কর্ম্মপরিষদের নির্দ্দেশে নির্ব্বাহ হইবে।

জি, ই, এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বি-এ, এই পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্যাদি নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

—শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেবের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে
—শ্রীগুরু প্রশস্তি—

পুণ্য প্রভাতে ধ্বনিল বিশ্বে জয় গুরুজীর জয়,
গগন পবন মুখরিত হল নাহি ভয় নাহি ভয়।
নব জাগরণ নব অনুভূতি আলোর ঝরণা সম,
জাগিয়া উঠিল ভক্ত হৃদয়ে পরশ গভীরতম।

যুগে যুগে যেই শাশ্বত বাণী ঢালিল অমিয় ধারা,
গভীর তমসা ছিন্ন করিয়া ভাঙ্গিল রুদ্ধ কারা,
হিমাচল হতে কন্যা কুমারী জাগিল নবীন রাগে
আজি এ প্রভাতে লক্ষ পরাণে পুন সেই বাণী জাগে।

ত্যাগের প্রতীক প্রেমের ঠাকুর শিখালেন জনে জনে,
'রবে আনন্দে' 'কামনা বাসনা রাখিবে না কভু মনে'।
'যুক্ত রহিলে বিয়োগ হবে না' 'উপায় সে নিরুপায়',
মগ্ন রহিবে বিরাম বিহীন শুধু 'নাম' সাধনায়।

সেবার কারণ জীবন ধারণ প্রাক্তন লবে মানি,
করিবে না রোষ নাহি লবে দোষ ধৈর্য্য ধর্ম জানি।
অন্তর দিয়ে ভালবাস সবে পরকে আপন কর,
প্রেমের বাঁধনে জয় কর সবে জ্ঞানের আলোক ধর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় হে শ্রীরাম, এসো প্রাণারাম, ভক্ত হৃদয় মাঝে,
নির্মল কর জাগ্রত কর নিত্য তোমার কাজে।
কাঙালের প্রভু করুণা সাগর কৃপার নেত্রে চাও,
ভজন বিহীন সন্তানে তব করুণার কণা দাও।

অনাদি কালের ভাস্কর তুমি গতিশীল তব রথ,
এ মর জগতে ক্ষণিক বিরামে দেখালে জ্যোতির পথ।
শত বরষের পুণ্য লগনে হৃদে জাগে অবিরাম,
দয়াল ঠাকুর, শরণাগতের লহ লহ এ প্রণাম।

৭ই ফেব্রুয়ারী,
১৯৬০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

কৈফিয়ৎ

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রের কথা লিখতে ভয় হয়। কি জানি, অজ্ঞতা বশতঃ তাঁর অলৌকিক দিব্য জীবনের কোন কথা যদি অতিরঞ্জিত করে ফেলি। কোন বিষয় বা ঘটনা যদি একটু নিজের মনের মত করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলবার চেষ্টা করি ; কিংবা কোন কোন কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বসি। এইরূপ বিবিধ চিন্তা এসে যখন শাসনের বাণী উচ্চারণ করতে থাকে, তখন মন দ্বিধাসঙ্কোচে দুর্বল হয়ে পড়ে ; লেখনী চালনা আর সম্ভব হয় না। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের মত ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা কি সম্ভব ? অসীম আকাশের রহস্যজাল ভেদ করা কি মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য ? মহাসাগরের তলদেশের রহস্য নির্ণয় কি স্থলবাসী ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সম্ভবপর ? স্বার্থ-পরার্থ এবং কামনা-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে আমরা সেই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও সর্বত্যাগী মহাপুরুষের স্বরূপ কেমন করে উপলব্ধি করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর জটিল রহস্যময়। এই রহস্যজাল ভেদ করা মোহগ্রস্ত মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। মনের মালিন্য দূর না হলে, মোহের অন্ধকার বিদূরিত না হলে এবং দীর্ঘ সাধনার বলে করুণাময় ঠাকুরের কৃপায় অন্তর্দৃষ্টি লাভ না হলে প্রকৃত জ্ঞানের আলো হৃদয়কে উদ্ভাসিত করবে না।

ইংরেজী ১৯৪৯ সনে শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন। কাজেই তাঁহার শিষ্য, ভক্ত বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন, অনেকেই তাঁহার গতিবিধি, আচার-আচরণ, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ ও দেবতুর্লভ সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দীর্ঘকাল আমরা আপন গৃহে আপন জনের মত পেয়েছি—প্রাণ খুলে পারিবারিক সুখতুঃখ, অভাবঅভিযোগের কথা বলেছি—না বুঝে কত আব্দার করেছি—ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে কত হাসিতামাসাও করেছি। কতদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহে এসেছেন, যেন কত আপনার জন! বাড়ীর বুড়ো কর্ত্তার মত খুঁটিনাটি কত কিছু জিজ্ঞাসা করতেন; মনে হত ঠাকুর আমাদের কত আপনার, কত দরদী! এ কথা তখনো বলতাম, আবার এখনো বলি, শ্রীশ্রীঠাকুর অতি সহজ মানুষ, আবার অতিশয় জটিল, নিবিড় রহস্যময়।

নিজের অজ্ঞতা এবং তুর্বলতা সম্বন্ধে আমি যথাসম্ভব সচেতন। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা এবং জপধ্যানের অনুশীলন প্রভৃতি আমার কিছুমাত্র নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করা বা বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু সে সব ব্যাখ্যা করবার মত শক্তি আমার আদৌ নাই। নিজের অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও তুর্বলতা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে তু'চারটি কথা বলবার তুঃসাহস করছি কেন? যাঁকে বুঝতে পারিনি, যাঁকে ভাবি চির রহস্যময় ও তুর্বোধ্য, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা নয় কি?

দেখতে দেখতে জীবনের ষাট বছর পার হয়ে গেল। ইহলোকের দিনগুলো ফুরিয়ে এসেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে; কিন্তু এ নগণ্য জীবন এগিয়ে চলেছে, কি পিছিয়ে পড়ছে, সে অনুভবের শক্তি আজো হল না। তবুও জীবনসন্ধ্যায় চঞ্চল মনের অসংলগ্ন কথাগুলি বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। বহুবার কলম হাতে নিয়ে আবার নামিয়ে রেখেছি। এ কথাও সত্য যে, আমি যা কিছু বলতে যাচ্ছি, সে সব বহুভক্তই জ্ঞাত আছেন এবং অনেকে আরো বেশী কিছু শুনেছেন এবং অনুভব করেছেন। তবুও আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেমনটি দেখেছি, যতটুকু বুঝেছি, তাই লিখে গেলাম। এই লেখার ভিতর আমার কিছু অহমিকা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তা আমি জানি। তবুও বক্তব্য বলে যাচ্ছি। আমি আন্তরিক ভাবে আশা করি, ভাবুক ভক্ত এই অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৬০। শ্রীসুশীল চন্দ্র দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

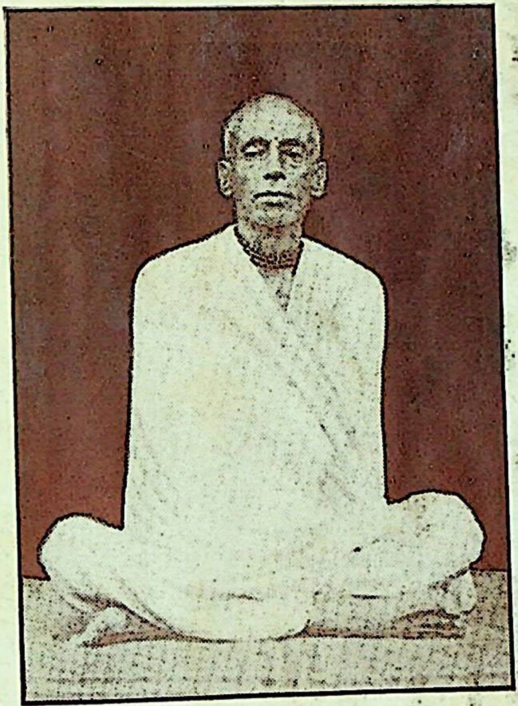

শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব

—এক—

আমি বলছি ১৯২৪ সনের কথা। তখন মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর ঢাকার কোন কোন ভক্তের গৃহে আসতেন। অবশ্য তখন ঢাকায় ঠাকুরের ভক্তের সংখ্যা পাঁচ ছ' জনের বেশী ছিলেন না। এঁদের মধ্যে স্বর্গীয় বীরেন্দ্র মজুমদার ছিলেন প্রাচীনতম। তখন বীরেন বাবু এবং শ্রীহরিদাস আচার্য্যের গৃহে গিয়েই কেহ কেহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতেন। এরপর থেকে ঢাকায় ঠাকুরের ভক্ত সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন। ১৯২৪ সনের পরে দুই বছর আড়াই বছর ঠাকুরের কোন সংবাদ পাওয়া যেত না। এখানে সেখানে খবর নেওয়া হত, কিন্তু সঠিক কোন সংবাদ কেহ দিতে পারতেন না। কেহ কেহ বলতেন, ঠাকুর মক্কার পথে চলে গেছেন। তারপর ১৯২৮ সন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র চলাফেরা করতে দেখা যেত।

সময়ে অসময়ে সহসা শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগৃহে পদার্পণ করতেন। তাঁহার পরনে থাকত আধময়লা কাপড় এবং গায়ে খদ্দরের নিমা বা একখানা সাধারণ চাদর। কখনো আবার নিমাটিও গায়ে থাকত না, শুধু একখানা চাদর গায়ে এসে উপস্থিত হতেন। হয়ত কোন দূর অঞ্চল ঘুরে ধূলি ধূসরিত নগ্ন চরণে এসে দেখা দিতেন। কিন্তু কোথা থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি অবস্থায় এলেন, সে কথা কখনো বলতেন না। এমন কি শারীরিক ক্লেশ, সুবিধা-অসুবিধা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন কথা বলারই অভ্যাস ছিল না। ভক্তগৃহের লোকেরা বাতাস করতেন, পা ধুইয়ে দিতেন এবং অনতিবিলম্বে কিছু ফলমূল আহারের ব্যবস্থা করতেন। ঠাকুরের তখন বাস্তবিক কি প্রয়োজন, তাহা তিনি কখনো প্রকাশ করতেন না।

নগ্ন গায়ে ঠাকুরকে দেখা যেত না। গায়ে কিছু না কিছু আবরণ থাকতই। দ্বিতীয় কোন পরিধেয় বা জামা চাদর তাঁহার সঙ্গে দেখা যায়নি। ঠাকুর এক-কাপড়েই চলাফেরা করতেন। কখনো ঠাকুরকে স্নান করতে দেখা যায়নি; কাজেই কাপড় বদলানোর বালাই তাঁর ছিল না। যদি ধোয়া একখানা কাপড় পরতে দিয়ে, ঠাকুরের ময়লা কাপড়খানা ধুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হত, তবে কাপড়খানা শুকিয়ে গেলে আবার যত্ন করে তা' পরতেন, আর সাময়িকভাবে ব্যবহৃত কাপড়খানা ধীরে ধীরে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে যেতেন। সাধারণ ভাবেই মনে হতে পারে যে, দিনের পর দিন ব্যবহৃত কাপড়খানা নিশ্চয়ই যেমনি হত ময়লা, তেমনি হত দুর্গন্ধময়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হত না। ঠাকুরের পরিহিত কাপড় কখনো বিশ্রী নোংরা হত না; আর দুর্গন্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তার পরনের কাপড় থেকে অতি মনোরম সৌরভ পাওয়া যেত। এ সত্য যারা অনুভব করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সহিত একমত হবেন।

কোন ভক্ত পরম আগ্রহে নূতন একখানা কাপড় দিয়ে উহা পরবার অনুরোধ জানালে, ঠাকুর কাপড়খানি গ্রহণ করে অনেকক্ষণ বিড়্ বিড়্ করে কি যেন মন্ত্র পড়ে কাপড়ের এক কোণে শক্ত একটা গেরো দিয়ে তবে কাপড়খানা পরতেন এবং পুরোনো কাপড়খানা সযত্নে ভাঁজ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে যেতেন। অনতিবিলম্বে হাতের কাপড় কোন্ ফাঁকে কা'কে দিয়ে দিতেন। সময়ে সময়ে ভক্তগণ ঠাকুরের পরবার জন্য নূতন কাপড় দিলে উহা তখনই না পরে হাতে তুলে নিয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর হাতে ঐ কাপড় আর বেশীক্ষণ থাকত না। রাস্তায় চলতে কা'কে কোন্ ফাঁকে দিয়ে দিতেন। ঠাকুরের এক কাপড়ে চলার দশা আর ঘুচতো না।

অনেক সময় ভক্তগণ ঠাকুরকে গরম কাপড়ের নিমা এবং শীতের সময় গায়ে দেবার জন্য মূল্যবান আলোয়ান দিতেন। কিন্তু ঐ সব গরম জামা কাপড় কোথায় বিলিয়ে দিয়ে আবার সেই নিমা গায়েই ঠাকুর ফিরে আসতেন।

একবার জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতি সুন্দর একখানা গরদের চাদর দিয়েছিলেন। তাঁহার গায়ে ঐ চাদরখানা দেখে সবাই খুশী হয়েছিলেন। উহা ঠাকুরের গায়ে বড় সুন্দর মানিয়েছিল। গায়ের রঙে আর চাদরের রঙে যেন মিশে গিয়েছিল। সেই সময় কোন মহিলা বলেছিলেন, গরদের চাদরখানায় আপনাকে বড় সুন্দর মানিয়েছে। এখানা ব্যবহার করুন, কাউকে দিয়ে দেবেন না। ঠাকুর তাঁহার স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে বললেন, 'হুঁ'।

দু'দিন পরে আবার যখন ঠাকুর ফিরে এলেন, তখন দেখা গেল তাঁর গায়ে সেই নিত্যকার নিমাটি; গরদের চাদরখানা কোথায় যেন চলে গেছে। উপরোক্ত মহিলাটি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে গরদের চাদরখানা কোথায়'? ঠাকুর নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, 'আছে'। মহিলা সখেদে বললেন, 'আছে তো নিশ্চয়ই কারো কাছে।'

শেষের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুররে সঙ্গে একটি থলে দেখা যেত। ওর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেতর থেকে তিনি বের করতেন দাঁতের মাজনের মত কোন ওষুধ এবং চোখে দেবার জন্য লোশন জাতীয় কিছু। কেননা, ঠাকুর তখন দাঁতের ব্যথা ও দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা বোধ করতেন। ঐ সময়েই দেখা গেল ঠাকুর সাদা স্কেট্ জুতো পরে এসেছেন। আমরা তো দেখে অবাক! বুড়ো বয়সে ঠাকুর বাবু সাজবেন নাকি! অবশ্য বৃদ্ধ বয়সের অসক্ত দেহের পক্ষে এ সবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যে সকল ভক্ত ঠাকুরকে প্রয়োজন বিশেষে আরাম দেবার জন্য গরম কাপড়, খদ্দরের জামা, নিমা, জুতো ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ছিলেন না। সাধারণ দীনবেশে জনসাধারণের মধ্যে আত্মগোপন করে চলতেন। যদি বাহ্যিক ভাবে জটাজুটধারী, গেরুয়াপরিহিত, ত্রিশূল কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী হতেন, তবে রাস্তার লোক সরে দাঁড়াত, ট্রেণে বেঞ্চ ছেড়ে দিত এবং ষ্টিমারে বিছানা এগিয়ে দিত। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর কারো কোন অসুবিধা বা কৌতূহলের সৃষ্টি না করে আপনভাবে চলাফেরা করতেন। তাঁর আদরের ভক্তগণ তাঁহার জন্য আরামের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সফল হননি, তাঁকে বেশভূষায় সাজাতে গিয়েও সাধ মেটাতে পারেননি।

—দুই—

আমরা ভাবতেও পারি না যে, ভাত বা রুটি না খেয়ে মানুষ কেমন করে বাঁচতে পারে! অন্ততঃ দেহরক্ষার জন্য মানুষের মোটামুটি খাদ্যের প্রয়োজন, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু ঠাকুর ছিলেন এ নিয়মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

 PRESENTED

বহির্ভূত। তাঁহাকে আমরা ভাত, রুটি, লুচি, খিচুরি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কখনো খেতে দেখিনি। শুনতাম, এমনি নাকি যুগের পর যুগ চলে গেছে, তিনি ভাত খাননি। সাধারণতঃ ঠাকুরের খাদ্যের বিবরণ শুনে লোকের তাক্ লেগে যেত।

কোন ভক্তের গৃহে উপস্থিত হলে ঠাকুরের জন্য ভক্ত তাঁহার সাধ্যানুসারে নানাবিধ ফল, মিষ্টি, দই, দুধ, সরবৎ, ডাবের জল ইত্যাদি ব্যবস্থা করতেন। ভক্তের আহ্বানে ঠাকুর আসন গ্রহণ করতেন এবং কিছুক্ষণ কর গুণে গুণে কি যেন আওড়াতেন। তারপর গ্রহণ করতেন হয়ত একটি চাঁপা কলা একটু ঘি ও চিনির সহিত। ভক্তের অনুরোধে কখনো দুধ বা ডাবের জলে চুমুক দিতেন। অবশিষ্ট প্রসাদ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হত। তখন ভক্তরা জানতেন যে, ঠাকুরের সেবার জন্য চাঁপা কলা চাই-ই।

একবার দেখা গেল টক জিনিসের উপর ঠাকুরের ঝোঁক। কাঁচা বা পাকা চাল্‌তে ছেঁচে একটু মিষ্টি সংযোগে দেওয়া হত, ঠাকুর আগ্রহ সহকারে উহা চিবিয়ে খেতেন। পাকা কুল মেখে দিলে বা কাঁচা আম পুড়িয়ে দিলেও খেয়ে ফেলতেন। যদি টক বেশী হত, তবে 'গোবিন্দ', গোবিন্দ' শব্দ করে উঠতেন। এক সময়ে দেখা গেল অন্য কিছু খাবার ফেলে ঠাকুর সিদ্ধ তরকারি খেতে সুরু করেছেন। তখন ভক্তগৃহে এলে ঐ সিদ্ধ তরকারির ব্যবস্থাই হত। আম, আনারস, লিচু প্রভৃতি ফল সময়ে সময়ে ঠাকুর গ্রহণ করতেন। কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের সেবার জন্য চাল্‌তের গুড়ো করে মিষ্টি মিশিয়ে পিঠার মত তৈরী করে রাখতেন ; কুল, আমলকী, আম প্রভৃতির চাট্‌নি তৈরী করে তুলে রাখতেন ঠাকুর এলে তাঁকে দেবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজারের তৈরী সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির উপর ঠাকুরের ঝোঁক দেখা যেত না। একবার একটি পাগলা সাধু জোর করে ঠাকুরের মুখে একটি রসগোল্লা তুলে দিলে ঠাকুর নির্ব্বিবাদে রসগোল্লাটি খেয়ে ফেললেন।

কোন ভক্ত ঠাকুরের জন্য বিশেষ যত্নে প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় কোন জিনিস তৈরী করলে ঠাকুর তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করে ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেন। ঠাকুরের আগমনের সংবাদ পেলে আমাদের গৃহে ঠাকুরের জন্য নারিকেলের নাড়ু তৈরী করা হত। একদিন ঠাকুর হঠাৎ এসে গৃহে উপস্থিত হলেন। তাড়াতাড়ি করে তাঁহার সেবার জন্য কিছু আয়োজন করা হল। কিন্তু ঠাকুর ফল-মূলাদির ভিতর নাড়ু না পেয়ে বলে উঠলেন, 'এবার বুঝি গোপালের জন্য নাড়ু তৈরী করেন নি?' ঠাকুরের শ্রীমুখে নারিকেলের নাড়ুর জন্য আব্দার শুনে আমরা একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। কিন্তু সেদিন আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা কিছুতেই তো সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই ঠাকুর স্থানান্তরে চলে গেলেন। বারান্তরে ঠাকুরের এই অনুযোগ পূরণ না করা পর্য্যন্ত আমাদের আর স্বস্তি ছিল না।

বিভিন্ন স্থানে কত ভক্ত কত উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য ঠাকুরকে দিয়েছেন। ঠাকুর ঐ সকল খাদ্য-সামগ্রীর কতটা গ্রহণ করতেন, তা ভক্তগণ নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন।

আজও অনেক ভক্ত বলে থাকেন যে, ঠাকুর ভাত, ডাল তরিতরকারি খেতেন, এমনকি ইলিশ মাছ ভাতও খেয়েছেন। অবশ্য আমরা ঠাকুরকে ভাত, রুটি ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করতে কখনো দেখিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

 শ্রীউমাশঙ্কর শর্মকার

আমি বরং এই কথাই বলব যে, ঠাকুর সারাদিনে ভক্তগৃহে খাদ্যরূপে যাহা গ্রহণ করতেন, সে পরিমাণ খাদ্য আমরা দু' তিন গ্রাসেই গ্রহণ করে থাকি।

একদিন দেখা গেল, ঠাকুর হরদম সিগারেট খাচ্ছেন। তখনকার দিনের 'হাওয়াগাড়ী' সিগারেটের বাক্স দু' এক ঘণ্টার মধ্যে সাবার হয়ে যাচ্ছে। ভক্তেরা সিগারেট সরবরাহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখলেন। পরদিন সকালে কোন কোন ভক্ত সিগারেটের বাক্স হাতে করে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেদিন আর ঠাকুর সিগারেটের বাক্সের দিকে ফিরেও তাকালেন না। আবার একদিন দেখা গেল, ঠাকুরের বিড়ি খাওয়ার সে কি ধূম! ভক্তেরা তিন পয়সা প্যাকেটের সস্তা বিড়ি আনছেন যথেষ্ট, আর ঠাকুরও জিদ্ ধরে বসেছেন বিড়ির বংশ নির্ব্বংশ করতে। বারবার নিভে যায়, তবুও পোড়া বিড়িটাকে আবার ধরানো চাই। রাত্রিতে বিড়ি চললো বেশ, কিন্তু সকাল বেলা ঠাকুর আর বিড়ি স্পর্শও করলেন না। এ রকম বিড়ি ও সিগারেট টানার রহস্য কি, তা কে বলবে?

ভোগলিপ্সা কোন্ যুগে ঠাকুরকে ত্যাগ করেছিল, তা কে আজ নির্ণয় করবে? এমন নিস্পৃহ, এমন সর্ব্বত্যাগী কি সচরাচর মর্ত্ত্যভূমে দেখা যায়?

—তিন—

শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত দ্রুত হেঁটে পথ অতিক্রম করতেন। আমরা তাঁর সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারতাম না। চলার পথে, গাড়ী আনা হচ্ছে বলে ঠাকুরের গতিরোধ করা যেত না। আগেই দরজায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়া এনে তবে ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলতে হত। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের দশ মাইল রাস্তা অনেক সময় তিনি হেঁটেই চলে যেতেন। একটু পরেই ট্রেণ যাচ্ছে, এ কথা বলে ঠাকুরকে স্টেশনে বসিয়ে রাখা যেত না।

সে সময় মনে হত, ঠাকুরের দৈহিক শক্তি বেশ অটুটই আছে। মাঝে মাঝে বেশ লক্ষ্য করা যেত যে ঠাকুরের দেহ যেন পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

শেষের দিকে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, ঠাকুর আর পূর্ব্বের ন্যায় চলাফেরা করতে পারতেন না। তখন কোন সহরে এসে একে একে সকল ভক্তের গৃহে পদার্পণ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কোন ভক্ত সাথে করে না নিয়ে গেলে তিনি স্থানান্তরে যেতে পারতেন না। অবশ্য ঠাকুরের এই অসামর্থ্যের কথা তিনি নিজে কখনো প্রকাশ করতেন না, বা কাহাকেও সাথীও নির্ব্বাচন করতেন না। এই অবস্থায় ঠাকুরকে গৃহে লইবার জন্য ভক্তদের আর টানাটানি চলত না। কাজেই ভক্তগণও নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করে আসতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহে আগমন করলে গৃহস্বামী স্বভাবতঃই একটু ব্যস্ত বা চঞ্চল হয়ে পড়তেন। কিন্তু ঠাকুর গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীর ব্যস্ততা, সাদর আহ্বান, উপযুক্ত আসন বা আদর-আপ্যায়নের অপেক্ষা রাখতেন না। উচ্চ বা নীচ যে কোন আসনে বসে পড়তেন। শুচি-অশুচি কোন কিছুর বাছবিচার করতেন না। অবশ্য ভক্ত শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত আসনে ঠাকুরকে বসাতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঠাকুর গৃহে উপস্থিত হলে সকলেই পরম উল্লসিত হয়ে পড়তেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সেদিন যেন গৃহে কোন অভাব-অভিযোগ নেই, কোন অশান্তি নেই। ছেলেমেয়েরাও যেন বুড়ো দাদুকে একেবারে পেয়ে বসত।

যদি কোন ভক্তগৃহে এসে ঠাকুর দেখতেন যে, একটি নূতন শিশুর জন্ম হয়েছে, তবে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তার ঠিকুজি লিখার জন্য। আর সে লেখাতেও এমন তন্ময় হয়ে পড়তেন যে, সে-সময় কেহ উপস্থিত হলে সেদিকে দৃক্‌পাতও করতেন না। কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পেতেন না। আরব্ধ কর্ম্মে এরূপ অভিনিবেশ ও তন্ময়তা কমই দেখা যায়।

ভক্তগৃহে কথা বলতে বলতে বাহ্যে-প্রস্রাবের বেগ হলে, হঠাৎ উঠে দরজার দিকে চলতে থাকতেন। উপস্থিত কাহাকেও প্রয়োজনের কথা বলতেন না। ব্যাপারটা অনুমান করেই জলের ঘটি নিয়ে কাহারো ঠাকুরের পশ্চাৎ ছুটতে হত। নূতন অপরিচিত গৃহে বাথরুম ও পায়খানা কোথায়, এসব কথা কখনো ঠাকুর জিজ্ঞাস করতেন না।

কোন একটি জিনিসের প্রয়োজন হলে কখনো উহার জন্য কাহাকেও হুকুম করতেন না। তাকের উপর দোয়াত কলম আছে, প্রয়োজন বোধে নিজেই নামিয়ে আনতেন ; সেজন্য উপস্থিত নরনারী কাহাকেও আদেশ করতেন না। কখনো বলতেন না, ঠাণ্ডার জন্য গায়ে দেবার একখানা চাদর প্রয়োজন, থুথু ফেলবার একটি পিকদানি প্রয়োজন। ক্ষুধায় কাতর হয়ে খাবার চাননি, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও একটু পানীয় চেয়ে খাননি।

দরিদ্র ভক্তের গৃহে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর কত ভাবেই না ভক্তকে অনুগৃহীত করতেন। ছোটখাটো কথা ও কাজে কেমন করে ভক্তের প্রাণ কেড়ে নিতেন ! দরিদ্র ভক্তকে বলতেন, একটাকা নিয়ে বাজারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলে, বার আনার বাজার করে চার আনা ফিরিয়ে আনলে, আর একদিন বেশ চলতে পারে। গৃহিনীদের রান্নার আয়োজন দেখে কোন্‌টা কি দিয়ে কেমন করে রাঁধলে ভাল স্বাদ হবে, সে সব ধীরে ধীরে বাৎলে দিতেন। ভাঙ্গা ডুলোটা দেখলে নিজের হাতে তু'টো গেরো দিয়ে দিতেন। বাড়ীর খোকাখুকীদের নিয়ে খেলা করতেন। শিশুদের নিয়ে 'শিশু-সাথী' পত্রিকার ছবি দেখাতেন, আবার ওদের সঙ্গে হেসে কুটপাট হতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সারারাত ঘুমাতেন কিনা সন্দেহ। শেষ রাত্রিতে উঠে মশারি তুলে, বিছানা গুটিয়ে বসে গুন্ গুন্ করতেন।

ভক্তগণ সবাই জানেন যে, ঠাকুর নরনারী সকলকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। অনেকেই মনে করতেন, ঠাকুর আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন না কেন? কিন্তু তাঁহার বংশধরদের 'তুমি' 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন, একথাও সকলেই জানেন। তাদের সঙ্গে পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করতেন। অনেক সময় তাদের ভৎর্সনাও করতেন। কিন্তু তাদের প্রতি স্নেহপ্রদর্শনে কখনো কার্পণ্য করেননি।

ঠাকুরের অগণিত ভক্তের মধ্যে সকলেই কি নিষ্পাপ? নিশ্চয়ই তাহা নয়। কিন্তু দয়াল ঠাকুর কোন দিন কোন ভক্তকে তাহার বিসদৃশ আচরণ বা গর্হিত কর্ম্মের জন্য তাচ্ছিল্য করেন নি। বরং সকলেই মনে করতেন,—আমাকে ঠাকুর কতই স্নেহ করেন! পাপী ও পুণ্যবান ব্যক্তি সমভাবে ঠাকুরের স্নেহ ভালবাসা লাভ করেছেন। তাই আজ ভক্তগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে পরম দয়াল ঠাকুরের কথা স্মরণ-মনন করে তাঁর-করুণা ভিক্ষা কচ্ছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঙ্গালের ঠাকুর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপটু দেহ নিয়ে ভক্তদের দর্শন দিয়েছেন, জীবনপথে চলবার সহজ পথ নির্দেশ করেছেন, শোক-দুঃখের সময়ে আশ্বস্ত করেছেন এবং কত ভাবে আনন্দ বিতরণ করেছেন !

—চার—

এখন হতে পয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁর নিকট থেকে নাম্‌-প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খুব বেশী ছিল না। অন্ততঃ ঢাকা সহরের ৫।৬টি বাড়ীর নাম-প্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা ১২।১৪ জনের বেশী ছিলেন না। অবশ্য বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রামে বহুপূর্ব্ব থেকেই তিনি যাওয়া-আসা করতেন এবং সেখানে তাঁহার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত ছিলেন এবং অদ্যাপি আছেন।

সেই সময়ে ঠাকুরের বয়স ৬০ হইতে ৬৫-র মধ্যে হবে বলে মনে হত। ঢাকায় বীরেন বাবুর গৃহে হামেসা যাওয়া আসা করতেন। তখন ঐ গৃহেই অনেকে গিয়া ঠাকুরকে দেখে আসতেন এবং অনেকেই তাঁর কৃপা লাভেও ধন্য হয়েছিলেন। আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করে বলতাম,—ঠাকুর গোপনে থাকতে চান, প্রচার তিনি চান না ; কাজেই লোকে তাঁকে বুঝতে পাচ্ছেনা।

তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম দিবার প্রণালী পরবর্ত্তী কালের অনুরূপ ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। আবার কেহ যদি বলতেন, 'আমাকে কৃপা করে দীক্ষা দিন' ; তবে ঠাকুর সহাস্যে বলতেন, 'আমারই দীক্ষা হল না' ! পূর্ব্বে নাম নিতে হলে অনেকেরই ধৈর্য্য-ধারণ করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হত। অনেকে ধৈর্য্য ধরে এখানে সেখানে ঠাকুরের সন্ধান করেও ব্যর্থকাম হয়েছেন। কাহাকেও আবার বলতেনঃ এখানে আপনার পাওনা নেই; সময় হলেই হবে, ইত্যাদি। কাহাকেও হয়ত তার কুলগুরুর কাছ থেকেই নাম নিতে উপদেশ দিতেন। আবার কোন দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার প্রাপ্ত মন্ত্রের সঙ্গে তু'একটি শব্দ যোগ করেও দিতেন। কুলগুরু যোগ্যব্যক্তি না হলেও ঠাকুর তাঁকে উপেক্ষা করতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করতেন। ভক্তেরা তথাকথিত ব্যবসাদার গুরুদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে, একদিন ঠাকুর বললেনঃ 'একদিন কিছু অর্থ নিয়ে তুই বন্ধু বনের পথে যাচ্ছিল। সহসা ডাকাতের দল তাদের আক্রমণ করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় ডাকাতেরা তুই বন্ধুকে বনের তুই প্রান্তে বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেল। ডাকাতের দল চলে গেলে, এক বন্ধু হাঁক দিয়ে বললে, 'ওরে, আমাকে বেঁধে রেখে গেছে, শীগ্‌গীর আয়, বাঁধনটা খুলে দে। অপর বন্ধু দূর থেকে বলে উঠলো, 'ওরে, আমাকেও তো বেঁধে রেখে গেছে। নিজে বাঁধা পড়েছি, তা তোর বাঁধন খুলব কেমন করে?'

বদ্ধজীব অপর একটি বদ্ধজীবের মুক্তিপথ কেমন করে দেখাবে?

পূর্ব্বে নামপ্রার্থীকে ঠাকুর কিছুক্ষণ তীব্র নজরে দেখতেন এবং করগুণে কি যেন আওড়াতেন। মনে হয়, ঠাকুর নামপ্রার্থীর সত্ত্বা নির্ণয় করতেন এবং ক্ষেত্রানুযায়ী অতি যত্নের সহিত নাম দিতেন। শুধু শ্রীমুখে নাম উচ্চারণ করতেন তাই নয়, কাগজে লিখে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেও দিতেন। অবশ্য ঠাকুরের সেই গূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা অনেকেই সম্যক প্রণিধান করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ঠাকুরের নিকট বারবার প্রার্থনা করেও অনেকে ধৈর্য্য ধরতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধ্য হয়েছেন। এরূপ একটি প্রার্থীকে তিনি কয়েকবার বলেছেন ঃ সময় হলে পাবেন। ফলতঃ দেখা গেল সেই প্রার্থী স্বপ্নাবস্থায় নাম পেয়েছেন। কিন্তু সন্দিগ্ধমন শান্ত হয় না; ঠাকুরের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করলেন এবং তাঁর শ্রীমুখ হতে নামটি আবার শুনতে চাইলেন। অর্থাৎ যাচাই না করে স্বপ্নেপ্রাপ্ত নামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আসছে না। কিন্তু আশ্চর্য্য! ঠাকুর ঠিক সেই নামটি শ্রীমুখে উচ্চারণ করলেন, আর প্রার্থী ভক্তও পরম সন্তুষ্টি লাভ করলেন।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেন এবং এখনো কৌতূহল প্রকাশ করেন, ঠাকুর কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং কোন্ মতে দীক্ষা দিতেন?

একবার জনৈক ভক্তকে বলতে শুনেছিলাম যে ঠাকুর নাকি কোন সাধু সমাবেশে যোগদান করেছিলেন। স্বভাবতঃ ঠাকুর ছিলেন বিনয় ও নম্রতার প্রতীক। সুতরাং তিনি জড়সড় হয়ে এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। সাধুদের পরিচয় ও সম্প্রদায়ের সন্ধান আরম্ভ হল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু? কেননা, ভারতে সুপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত সম্প্রদায়ের অভাব নেই। ঠাকুর থতমত খেয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—মানব সম্প্রদায়। অবশ্য এটি আমার শোনা কথা, কিন্তু ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর গেরুয়া পরতেন না, তাঁর মাথা জটাজুটমণ্ডিত ছিল না, চিম্‌টা-কমণ্ডলু হাতে নিয়েও ফিরতেন না। বরং তাঁহার পরনে ছিল সাদা পাড়হীন ধুতি, সামান্য একটি সাদা নিমা, এবং কখনো কখনো একখানা সাধারণ সাদা চাদর। অধিকন্তু কণ্ঠে ছিল তুলসীর মালা। তারপর অসংখ্য লোকের সম্মুখেই তিনি বৈষ্ণব-আচরিত নাম দিয়েছেন। বৈষ্ণবোচিত আচার অনুষ্ঠান, উৎসব কীর্ত্তন প্রভৃতির সমর্থন ও উৎসাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছেন। নিজের মুখেও তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভু সম্পর্কে সঙ্গীতের বহু অংশ আবৃত্তি করতেন। কতবার হয়ত ভক্তগণ শ্রীমুখ হতে শুনতে পেয়েছেন, 'নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল; যার ছায়ায় গেলে জগত জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই'......ইত্যাদি ইত্যাদি। নাম নামী ভিন্ন নয়, ভজ নিষ্ঠা করি; নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।" সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহাবৈষ্ণব মনে করবার যথেষ্টই কারণ ছিল। ইহা ছাড়া আলাপ আলোচনা ও উপদেশচ্ছলে বৈষ্ণব মতের ও পথের অসংখ্য উপদেশ দিতেন। কাজেই সাময়িক দর্শকের পক্ষে ঠাকুরকে বৈষ্ণব ভিন্ন আর কিছু মনে করা সম্ভব ছিলনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই অসংখ্য নরনারী তাঁহার কাছ থেকে নাম গ্রহণ করেছেন। এমনকি বহু কিশোর বয়স্ক বালক-বালিকারাও নাম গ্রহণ করেছে। সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন যে, শেষকালে যেন ঠাকুর আর দ্বিধা করতেন না, যে কেহ নামপ্রার্থী হলেই তিনি সযত্নে নাম দিতেন। কিন্তু পূর্বে এরূপ দেখা যায় নাই।

আমরা জানি শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু বৈষ্ণব মন্ত্রেই দীক্ষা দেন নাই। তিনি শক্তিমন্ত্রেও দীক্ষা দিয়েছেন এবং এরূপ ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু ভক্ত প্রণব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছেন।

এইরূপে নাম গ্রহণের ফলে বর্ত্তমান সময়ে বাংলা, আসাম ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঠাকুরের ভক্ত বা শিষ্যের সংখ্যা লক্ষাধিক দাঁড়িয়েছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

আমরা মোহান্ধ, কাজেই দ্বিধা ও সংশয় আমাদের চিন্তাধারাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছন্ন করতে পারে। অনেক সময় হয়ত মনে হতে পারে, ঠাকুরের কৃপায় নাম তো পেয়েছি, এর ফল কতদূর কি হবে? নাম নিয়ে ত যথারীতি নামের অনুশীলন করা হচ্ছে না, কাজেই ফললাভ কেমন করে হবে? কিন্তু দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলা যেতে পারে যে, যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত নামে ও নির্দ্দেশে অবিচল আস্থা স্থাপন করেছেন এবং তাঁহার কৃপার ভিখারী হয়ে নাম নিয়ে পড়ে আছেন, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম করুণার আভাস মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন পরিষ্কারভাবে ভক্তদের অভয় দিয়েছেন, তার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

একবার জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে, কোন্ সনে তা মনে নেই, ঠাকুর ঢাকা সহরের নয়াবাজারে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় উপস্থিত ছিলেন। এবেলা ওবেলা চলেছিল ভক্তদের নাম-কীর্ত্তন, আর জ্যৈষ্ঠ মাসের অঢেল বিভিন্ন ফলের প্রচুর প্রসাদ। সেই সময়ে একদিন সকাল ৯।১০টার সময় কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরের নিকট হতে নাম নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন ঠাকুরের পাশে আমরা ৩।৪ জন ছিলাম। একদল ভক্ত বৈঠকখানা ঘরে জমায়েৎ হয়ে ঠাকুর প্রসঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। সহসা ঠাকুর আপন মনে বলে উঠলেন,—এই যে কতজনকে নাম দেওয়া হল, এ নাম একটি ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হবে না'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হ'তে এই আশার বাণী শুনে আমরা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। ঠাকুরের চরণে প্রণত হয়ে আমরা অশ্রুসিক্ত হলাম।

পরক্ষণেই ঠাকুরের এই আশার ও আনন্দের বাণী পরম উল্লাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত ভক্তদের নিকট নিবেদন করলাম। মুহূর্তমধ্যে সকলের মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠলো। সকলেই ঠাকুরের শ্রীচরণে সভক্তি প্রণত হয়ে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় ভক্তগণ বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে দীর্ঘ সময় নাম কীর্তনে মগ্ন ছিলেন।

তবুও কিন্তু সন্দেহ জাগে, নামের এই সার্থকতা কি এই জীবনেই ?—

—পাঁচ—

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁহার বহু ভক্ত এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন নরনারী আসতেন ঔষধের ব্যবস্থার জন্য। হাঁপানী, যক্ষ্মা, সূতিকা, শূলব্যথা প্রভৃতি রোগের কত রোগী তাদের করুণ আবেদন ঠাকুরকে জানাতেন। আবার মেয়ের বিয়ে, ছেলের পরীক্ষা, পারিবারিক অশান্তি, সরিকী মামলা, তদানীন্তন পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতির ব্যাপার নিয়েও অনেকে ঠাকুরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন। অনেকে ঠাকুরের সৎপ্রসঙ্গ বা তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত করেও নিতান্ত অবিবেচকের মত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। আমরা অনেক সময় এজন্য বিরক্ত বোধ করতাম। অবশ্য মুখে কিছু প্রকাশ করার সাহস আমাদের ছিল না। কিন্তু ঠাকুরকে কখনো কাহারো প্রতি বিরক্ত হতে দেখিনি। বরং বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, তিনি অতি আগ্রহের সহিত সবার বক্তব্যই শুনতেন। রোগীর আকুল আবেদনে ঠাকুর করুণার্দ্র হয়ে উঠতেন এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধের ব্যবস্থা করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেন বা যাহাকে যে উপদেশ দেওয়া দরকার তা যত্নের সঙ্গেই দিতেন। রোগ বিশেষের ঔষধ তিনি জানেন না, বা বলতে দ্বিধা কচ্ছেন, এরূপ কোন দিন দেখা যায়নি। যে সকল রোগী পরম আগ্রহে এবং শ্রদ্ধার সহিত আশীর্বাদরূপে ঔষধ ব্যবহার করতেন, তারা অচিরে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হতেন। ঠাকুর কেবল গাছগাছড়া বা তৈলাদির ব্যবস্থা দিতেন, তা নয়। সকালে সন্ধ্যায় ভ্রমণ, কিছু ব্যায়াম অভ্যাসের ব্যবস্থাও দিতেন।

একবার একটি বি, এস্ সি পড়ুয়া ছেলে ঠাকুরের কাছে এসে নিবেদন করল যে, তার পেটে সময়ে সময়ে অসহ্য ব্যথা হয়। এজন্য এক্সরে করিয়ে কলকাতার বড় ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু কিছুতে রোগের শান্তি হচ্ছে না। ঠাকুর ছেলেটির দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, আপনি আপনাদের ঠাকুর ঘরে বসে নিত্য হরিনাম করবেন। ছেলেটির কোন নামে আসক্তি ছিল না এবং সঙ্গীতে সামান্য দক্ষতাও ছিল না। কিন্তু সে ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে বসে অনুচ্চ কণ্ঠে নাম করত। কিছুদিন পরেই সে তীব্র যাতনা থেকে মুক্তি পায় এবং বর্তমানে সে বেশ সুস্থ ও সবল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাতি (ভ্রাতষ্পুত্রের পুত্র) শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী বিষম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। তাকে দেখতে গিয়ে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলাম। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সন্তোষ গোঙরাতে ছিল। তার একটি মাথা ফুলে যেন তিনটে হয়েছিল। সর্বাঙ্গ বসন্তের গুটিতে ছেয়ে গিয়েছিল। বসন্ত রোগে মানুষের এমন ভয়াবহ কদাকার মূর্ত্তি হয় ইহা পূর্বে আমার জানা ছিল না। চোখের অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল যে, সন্তোষ অন্ধ হয়ে গেছে। মনে হল, সন্তোষ বাঁচবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি সন্তোষের কাছে গিয়েছি, এটা জানতে পেরে তাহার পিতা বৃদ্ধ সতীন বাবু দ্রুত এসে আমাকে ডেকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে বললেন ঃ "আপাততঃ তুমি আর আমাদের বাসায় এসো না। এ অতি ভীষণ ব্যাধি। সন্তোষ"—বলেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

কিন্তু এই তুরন্ত বসন্ত রোগে সন্তোষের প্রাণ বিয়োগ হল না। আরোগ্য লাভের পর সন্তোষের মুখে শুনেছি যে, যখন তার বাহ্যজ্ঞান একরূপ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন সে একদিন অনুভব করল, করুণার অবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষের পাশে বসে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন! করুণাময়ের আশীর্বাদে সন্তোষ অচিরে রোগমুক্ত হয়ে উঠলো।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সতীনবাবু নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলেছিলেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি ডিঙামানিকে তাঁহার একটি ৮।৯ বৎসর বয়সের জ্ঞাতিকন্যা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ঘটনাচক্রে ঠাকুর তখন কিছুদিন বাড়ীতে ছিলেন। ঠাকুর পীড়িতা মেয়েটির শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করলেন এবং সতীনবাবু হলেন তাঁর সহকারী। একদিন রাত্রিতে মেয়েটির শ্বাসকণ্ঠ উপস্থিত হল এবং ডাক্তার তাকে বিদায় দিয়ে গেলেন। শুশ্রূষাকারীরূপে তুইজনে রোগিনীর ভীষণ কষ্ট প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। তাঁরা রোগিনীর শয্যা ছেড়ে একটুও নড়লেন না। শেষ রাত্রির দিকে ঠাকুর কিছুকাল স্থিরভাবে উপবিষ্ট থেকে সতীন বাবুকে বললেন, 'চল্, আমরা বিছানা ছেড়ে একটু সরে যাই। আমরা শয্যা আঁকড়ে আছি বলে ওর আত্মা চলে যেতে পাচ্ছে না; অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে। যেতে তো ওকে হবেই'। তারপর ঠাকুর এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

 PRESENTED

সতীনবাবু বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং একটু পরেই মেয়েটি শান্তভাবে দেহত্যাগ করল।

ভক্তদের মুখে শুনেছি, একবার একটি মহিলা তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে একেবারে উন্মাদিনীর মত হয়ে পড়েন এবং তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় যে গৃহে অবস্থান কচ্ছিলেন, সেই গৃহের দরজায় পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে উপস্থিত হলেন। রোরুদ্যমানা জননীর আকুল আবেদনের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করা হল। ঠাকুর নির্বিকার চিত্তে বললেন: তা এখানে কেন? মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে বলুন।

একবার ঢাকার জনৈক নাজির তার রুগ্না কন্যাকে দেখাবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে স্বগৃহে নেবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। কতিপয় ভক্তও তাঁহাকে ঐ গৃহে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই ঠাকুর নাজির বাবুর গৃহে গেলেন। রুগ্না কন্যাটি বিবাহিতা এবং দুইটি সন্তানের জননী। ঠাকুর রোগিনীর কক্ষে গিয়ে তার প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করেই বললেন, 'আপনার এ দেহ নিয়ে সংসারের তো কোন সেবাই করতে পারবেন না। আবার নূতন দেহ নিয়ে ফিরে আসাই ভাল।' এই দু'টি কথা বলেই ঠাকুর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে ভক্তগণসহ রাস্তায় নেমে পড়লেন। এই মহিলাটি বিষম যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ইহার তিনদিন পরেই মহিলা প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করে দিতেন। তখন তাঁহার কৃপার ভাবটি লক্ষ্য করে সকলকেই মুগ্ধ হ'তে হত। তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে যার মৃত্যু অনিবার্য জানতেন, তখন তাঁহার আচরণ সাধারণ দৃষ্টিতে যেন নির্মম বলে মনে হত। আবার বহুদূর থেকেও প্রিয় শিষ্যের ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন এবং অভয় দিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগীদের রোগমুক্তির ব্যবস্থা ঠাকুর অম্লান চিত্তে করতেন ; কিন্তু নিজে ব্যাধিগ্রস্ত হলে কোন্ ব্যবস্থায় তিনি নিরাময় হবেন, তা কখনো বলতেন না। বরং ধৈর্য ধরে ভোগকাল অতিবাহিত করতেন। অবশ্য ভক্তেরা তাঁহার অসুখের সময় যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, তাতে তিনি বাধা দিতেন না।

একবার ঢাকায় বীরেনবাবুর গৃহে ঠাকুর বাতরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। একখানি পা ফুলে গিয়েছিল এবং তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছিলেন। গৃহকর্তা বললেন, ঠাকুর সরারাত ঘুমোতে পারেন নি, শিশুর মত গড়াগড়ি করে কুকিয়েছেন। সেই সময় জনৈক ভক্ত ঠাকুরের পায়ে অরিয়েন্ট্যাল বাম নামে ঔষধটি মালিশ কচ্ছিলেন। সারাদিন ডাক্তার ও ভক্তগণ ঠাকুরকে একটু শান্তি দিবার জন্য কত ব্যবস্থাই করলেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যথার কোনরূপ উপশম দেখা গেল না।

পরদিন সকাল বেলা ঠাকুরের অবস্থা জানবার জন্য বীরেনবাবুর গৃহে উপস্থিত হয়ে শুনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলাম যে, ঠাকুর শেষ রাত্রির গাড়ীতে ময়মনসিংহ চলে গেছেন। সেই গৃহ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরস্থ ঢাকা রেলস্টেশনে পদব্রজে গমন করেছেন। তাঁহার এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যাত্রাকালে গৃহকর্তা বাধা দিতে সাহস করেন নি।

অনেক সময় ভক্তগণ আলোচনা করতেন যে, ঠাকুরের নিষ্পাপ দেহে এমন কঠিন বাত রোগ কেমন করে প্রবেশ করল ? ক্ষীণ অথচ মাখনের মত কোমল দেহে দৃশ্যত কোন রোগেরই তো লক্ষণ নেই। এইরূপ আলোচনাকালে কোন কোন ভক্ত বলতেন, কে জানে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ভক্তের বাত-রোগ নিজের দেহে গ্রহণ করেছেন! কোন কোন ভক্ত এমনও বলেছেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের ব্যাধি নিজের দেহে গ্রহণ করে তাদের রোগমুক্ত করেছেন।

বিশিষ্ট ভক্তদের মুখে শুনেছি, ঠাকুর নাকি উত্তর প্রদেশের কোন বিত্তশালী ব্যক্তির একমাত্র পুত্রের ভয়াবহ বাত রোগ নিজ দেহে গ্রহণ করে ছেলেটিকে রোগমুক্ত করেছিলেন। সেই কঠিন বাতরোগে নিজেও মাঝে মাঝে ভুগে থাকেন।

একবার ঠাকুর পূর্ববঙ্গে (খুব সম্ভব চাঁদপুরে) কঠিন রক্ত আমাশয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। ভক্তগণ তাঁহার চিকিৎসার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না; বরং ক্রমে রোগ বাড়তে লাগলো। এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং ভক্তগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ঠাকুর নিজে কোন ব্যবস্থা বা ঔষধের নাম করলেন না। কলকাতার ভক্তগণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত ডাঃ জে, এম্, দাশগুপ্ত অতি সতর্কতার সহিত ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে সযত্নে তাঁকে রোগমুক্ত করলেন।

অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত ঔষধ সযত্নে তৈরী করে বিজ্ঞাপন বিলি করে বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করতেন। এইরূপ ব্যবসায় তাঁরা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করেছেন কিনা জানি না। নির্লোভ ও নিস্পৃহ ঠাকুরের অর্থ-সম্পদের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। কাজেই বৈষয়িক ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জড়িত করে কোন স্বার্থ উদ্ধার না হতেও পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ছয়—

আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বহুস্থানে সার্বজনীন-ভাবে বা নির্দিষ্ট কোন ভক্তগৃহে মহাসমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গবাসী ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং নূতনভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঠাকুরের উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ভক্ত নরনারিগণ আত্মবিস্মৃত হয়ে মহোৎসবে যোগদান কচ্ছেন। হয়ত কালক্রমে উৎসবাদি আরো ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হ'বে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী নানাভাবে প্রচারিত হয়ে বহু লোকহিতকর কার্য প্রচলিত হবে।

বত্রিশ বছর পূর্বে ঢাকায় একবার কথা উঠলো, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির উৎসব করতে হবে। উদয়াস্ত কীর্তন, ঠাকুরের পূজা, ভোগ-আরতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান হবে। এই আলোচনা চললো আমাদের ৫।৬ জন ভক্তের মধ্যে। ঠাকুরের উৎসব, এতে আর আপত্তির কি আছে? কিন্তু আমি এরূপ উৎসবের বিরোধিতা করলাম। আমার যুক্তি হল, ঠাকুর নীরবে গোপনে আসেন, আবার প্রায় গোপনেই চলে যান। তিনি আত্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা চান না। মনে হয়, তিনি হুজুগের প্রচার পছন্দ করেন না। যিনি নীরবে, গোপনে চলতে অভ্যস্ত তাঁর নামে খোল-করতাল বাজিয়ে হৈ হুল্লোড় ক'রে লাভ কি হ'বে? বিশেষতঃ পাঁচসাত জন দরিদ্র ভক্তের উদ্যোগে কি উৎসব হতে পারে? কিন্তু আমার অজ্ঞানতার যুক্তি টিকলো না। বীরেনবাবু তখনই ঠাকুরের জন্মতিথির উৎসব সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করে আমাদের ভ্রম দূর করলেন। বীরেনদা বললেন, আগের বছর শ্রীপঞ্চমীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচদিন পরে রোহিনী নক্ষত্রাশ্রিত দশমী তিথিতে ঠাকুর তাঁদের গৃহে দর্শন দিলেন। এসে বললেন, 'আজকার তারিখে জন্মতিথির উৎসব করতে হয়।' তারপর ঠাকুর নিজে বীরেনদার পুত্রকন্যাকে নিয়ে ছোট্ট একখানা টুলের সঙ্গে কাঠি বেঁধে, লাল নীল কাগজ জড়িয়ে আসন তৈরী করলেন। বীরেনদা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তৎপর হয়ে উঠলেন এবং মোটামুটি আয়োজন করে ঐ আসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পট বসিয়ে ঘরোয়াভাবে উৎসব করলেন।

এই কাহিনী শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর জন্মতিথির উৎসব নিজেই ইতিপূর্বে প্রবর্তন করেছেন। কাজেই ঠাকুরের উৎসব বিষয়ে আর দ্বিমত থাকতে পারে না। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, ঠাকুরের সার্বজনীন উৎসব কোথায় হবে। কেহ বললেন, শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার পরিচালিত প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরীর বৃহৎ বাড়ী উৎসবের বেশ উপযুক্ত স্থান। স্বর্গীয় প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাহার নূতন বাড়ীতে উৎসবের স্থান স্থির করতে অনুরোধ করলেন; আবার কেহ কেহ আমাদের পরিচালিত স্কুলের বাড়ীতে উৎসবের স্থান নির্দেশ করতে প্রস্তাব করলেন। এরূপ আলোচনা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখেই হয়েছিল। ঠাকুর সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। যা'হোক প্রফুল্লবাবুর গৃহেই যথানিয়মে ঠাকুরের জন্মতিথির উৎসব শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে এবং তাঁহার নির্দেশে নিষ্পন্ন হল। আজও মনে পড়ে ঠাকুর নিজের হাতে উপস্থিত নরনারীর মধ্যে বাতাসা বিতরণ করেছিলেন। স্থানান্তরের কথা জানি না, কিন্তু ঢাকায় ব্যাপকভাবে ঠাকুরের জন্মতিথির উৎসব হয়েছিল ১৯২৮ সনে।

ঠাকুর সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। এর কয়েক দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেই উপরোক্ত ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে বিরাট উৎসব হয়ে গেল।

তারপর রব উঠলো, ঠাকুর নাকি বলেছেন যে, মাষ্টারের ওখানে পঞ্চম দোলের উৎসব হবে। আজও স্মরণ করে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি যে, ঠাকুর আমাকে মাষ্টার বলেই সম্বোধন করতেন। উৎসব হবে, অথচ ঠাকুর আমাকে কোন নির্দেশ দেননি। ঠাকুর ভক্তদের বাসায় এ সংবাদ ছড়িয়ে দিলেন। আমি কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। পঞ্চম দোলের উৎসব দরিদ্র মাষ্টারের গৃহে কেমন করে অনুষ্ঠিত হবে? কেননা, তখন দু'দশটি টাকা ব্যয় করবার শক্তি আমার ছিল না। ভক্তেরা হয়ত শ্রম দান করবেন, কিন্তু অর্থ দান করবে কে?

ঠাকুর বীরেনদা'র বাসায় ছিলেন। সেখানে গিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত মনে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, পরশ্ব পঞ্চম দোলের তারিখ, তা আমাকে কি করতে হবে? ঠাকুর সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, হরিবাবু (ভক্ত শ্রীহরিদাস আচার্য্য) ও গোসাইজী (স্বর্গীয় কিশোরী মোহন গোস্বামী) সব কিছু জানেন। আর বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন, ঠাকুরকে প্রণাম করে গৃহে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালবেলা ভক্ত শ্রীমনোমোহন পাইন এসে বললেন: দাদা, কাল উৎসব, কিছু দিন, বাজার করে আসি। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসবার সময় আমার পকেটে একটি রূপার টাকা ছিল। সেদিনের মত ঐ একটি টাকাই ছিল সম্বল। ঐ টাকাটি এনে মনোমোহনদা'র হাতে দিলাম। তিনিও টাকাটি মাথায় ছুঁইয়ে বাজারের পথে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মুন্সীগঞ্জ থেকে উকীল বরদাবাবু এলেন পঞ্চম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোলের উৎসবে। তিনি এসে মহোল্লাসে মনোমোহনদার ক্রীত কিছু আতপ চাউল ও আলু দেখে আলুর খোসা ছাড়াতে আরম্ভ করলেন। দু'তিন জন ভক্ত কক্ষান্তরে বসে ঠাকুর প্রসঙ্গ কচ্ছিলেন। আমি উঠানের কুয়ো থেকে জল তুলে একটা বড় ড্রাম ভর্ত্তি করতে করতে নাম-কীর্ত্তন সুরু করে দিলাম। তারপর ভক্তদের সহিত নানাবিধ আলোচনা করে আহারাদির পর গভীর রাত্রে আমরা শুয়ে পড়লাম।

উৎসবের প্রভাতবেলা। স্ত্রী-পুরুষ কতিপয় ভক্ত অতি ভোরেই এসে হাজির হলেন। ঠাকুর তাঁদের বলে দিয়েছেন, মাষ্টারের লোকের অভাব, আপনারা ভোর হতেই তার বাসায় চলে যাবেন। তারপর ৭টা বাজতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এসে পৌঁছলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হয়ে গেল। ঠাকুর পূজার ঘরে প্রবেশ করে বটি নিয়ে বসলেন ফলমূল প্রভৃতির খোসা ছাড়িয়ে প্রসাদ তৈরী করতে। মেয়েরা কেহ কেহ এটা ওটা জুগিয়ে দিতে লাগলেন। ঠাকুর নিজের হাতে কত যত্ন করে মালসা ভোগ তৈরী করলেন। প্রায় ঘণ্টা তিনেক গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ঠাকুর পূজার সকল প্রকার উপকরণ প্রস্তুত করলেন। পুষ্প পাত্রটিও তিনি নিজের হাতে কত সুন্দর করে সাজালেন। তারপর অতি নিপুণভাবে ঠাকুরের পটের চারিদিকে উপকরণগুলি সাজিয়ে দিলেন। পূজার উপকরণ সজ্জিত করার ব্যাপারেও যে বেশ একটি কলাকৌশল আছে, তাহা সকলেই সেদিন উপলব্ধি করতে পারলেন। উঠানের একটি গৃহে ভোগাদি রান্নার ব্যবস্থা ছিল। ঠাকুর একবার নীচে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা দেখে আসলেন এবং কিছু নির্দেশ দিয়ে আসলেন।

পূজার আয়োজন সম্পন্ন করে ঠাকুর পূজার অনুমতি দিয়ে নিজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি ক্ষুদ্র আসন নিয়ে পূজার ঘরের এককোণে নিশ্চল, নিস্পন্দ ও নিমীলিত নেত্রে পূজা, ভোগ—আরতি ও কীর্ত্তনের শেষ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট রইলেন। তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববিহ্বল মুখমণ্ডলের অপূর্বদীপ্তি উপস্থিত ভক্তগণকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছিল।

পূজা সমাপ্ত হল। ঠাকুর স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় এসে আমাদের বললেন, নিতাই গৌর এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গদাধরের কি আনন্দ! তিনি একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। আমরা হাঁ করে শুনছিলাম মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অপূর্ব লীলারহস্য সেদিনও বুঝতে পারিনি, আজো নয়।

তারপর ঠাকুর নীচের তলায় হলঘরে গিয়ে কলাপাতার আঁটি নিয়ে পাতপিড়ি করতে সুরু করেছিলেন। এ সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ (বর্তমানে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী) ঠাকুরের কার্য্যে বাধা দিয়ে নিজেই সব কিছু ব্যবস্থা কচ্ছে। ঠাকুর দাঁড়িয়ে দেখছেন। উপস্থিত নরনারিগণ ৩।৪ ঘরে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং ঠাকুর বাড়ীর কর্ত্তার মত ঘুরে ঘুরে তদারক করতে লাগলেন।

বেলা ১টা হতে প্রসাদ বিতরণ সুরু হল এবং রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বহু নরনারী প্রসাদ পেলেন। ঠাকুর কিন্তু তখনো জলটুকু মুখে দেননি। আমরাও ৪।৫ জন অভুক্ত ছিলাম। ঠাকুরের জন্য কিছু ফলমূলের আয়োজন করে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বললে, তিনি বললেন—না, এখনো তো অভুক্ত আছেন! কে অভুক্ত আছেন? কোথায় আছেন? আমরা বাড়ীর সর্বত্র খুঁজে কাকেও পেলাম না। ঠাকুরও নীরব, কিছুই বলছেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু পরে ছাদের ওপর তুপ্ দাপ্ শব্দ শোনা গেল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল একটি পাগল ছাদের ওপর তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে। জিজ্ঞাসা করা হল, হাঁরে পাগলা, প্রসাদ পাবি? পাগলা সহাস্যে বললো, হাঁ হাঁ। পাগলা ছাদ হতে নেমে এল, এবং তাকে প্রসাদ পরিবেশন করা হল। পরম আগ্রহে প্রসাদ গ্রহণ করে দরজার সামনে এসে ঠাকুরের দিকে চেয়ে বিকট হাস্য করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। তারপর ঠাকুর কিছু ফলমূল গ্রহণ করলেন এবং আমরাও সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

অবশিষ্ট ভক্তরা ঠাকুরকে প্রণাম করে গৃহে যাবেন, এমন সময় ঠাকুর চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে, তাঁর স্বভাবসুলভ নিম্নস্বরে বললেন, 'এখন আসি'। আমরা তো অবাক। রাত ১১টা বাজে, সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঠাকুর একটু বিশ্রামও করবেন না? অন্তরে ব্যথিত হলেও মুখে কিছুই বলতে পারলাম না। সেই রাত্রিতেই ঠাকুর পদব্রজে স্থানান্তরে চলে গেলেন।

পঞ্চম দোলের দিবসব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি হল। উৎসবমুখর দিনটি রাত্রির অন্ধকারে নীরব হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সারাদিন আনন্দসাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন।

তারপর ক্লান্ত দেহ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শয়ন মাত্রই আমার যেন একটা তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল! অমনি উঠে বসলাম। এইবার যেন বাস্তব জগতে ফিরে আসলাম। এ কি হল! পঞ্চম দোলের উৎসব! শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চম দোলের উৎসব করে গেলেন! বিরাট উৎসব! কিন্তু উৎসবের ব্যয়? টাকা? কে দিল টাকা? কোথা থেকে এলো এত উপকরণ! আমি উৎসবের সকল ব্যাপারেই তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশ গ্রহণ করেছি! কিন্তু সে কি সজ্ঞানে? একি ব্যাপার ঘটে গেল! একি স্বপ্ন, না মতিভ্রম! উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ীময় ঘুরে শেষ রাত্রির দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

এরপর দোকানের মাত্র সামান্য কয়েকটি টাকা আমাকে শোধ করতে হয়েছিল।

আজ বৃদ্ধ বয়সে অশ্রুসিক্ত হয়ে শুধু এই কথাই মনে হয়, হে কাঙালের ঠাকুর, তোমাকে তো আজো চিনতে পারলাম না!

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত ডি, এস্, পি রায় সাহেব স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে কমলাপুরের বাসগৃহে রামনবমীর উৎসব সার্ব্বজনীন ভাবে অনুষ্ঠিত হত। এই উৎসব সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীউমেশচন্দ্র মুখার্জির নিজ বাটীতে এবং অধ্যাপক প্রতুল চন্দ্র সেনের গৃহেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের জন্মতিথির উৎসব নোয়াখালি সহরে শ্রীশুভময় দত্ত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর উদ্যোগে মহাসমারোহে উদযাপিত হত। দেশ-বিভাগের পর এই সকল উৎসব পূর্ববৎ ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয় কিনা জানি না। দোল উপলক্ষে চাঁদপুরের পরম ভক্ত রোহিনী মজুমদারের বাসাবাটীতে ঠাকুরের উৎসব হত।

ক্রমে কলিকাতা, আসাম এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভক্তগৃহে ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

উৎসবাদি নিকটবর্ত্তী হলেই আমরা চাঁদা সংগ্রহ ও দ্রব্যাদির ফর্দ্দ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের এরকম ব্যস্ত ও বিব্রত হতে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "উৎসব করতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। উৎসবের দিনে ভক্তগণ অনন্যচেতা হয়ে কীর্ত্তনে মত্ত হবেন। উৎসবক্ষেত্রে ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরনারিগণ সেবার জন্য যা-কিছু আনবেন, উহা নিবেদনান্তে ভক্তগণ মহোল্লাসে ঐ প্রসাদ কাড়াকাড়ি করে গ্রহণ করবেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর যে অর্থে উৎসবের ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন, ইহা লৌকিকভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। কিন্তু ঠাকুরের এই ব্যাখ্যাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

—সাত—

শ্রীশ্রীঠাকুর কত সময়ে বলতেন, 'সর্বদা আনন্দে থাকবেন।' ভক্তদের আনন্দের সুযোগ দিতে কখনো তিনি দ্বিধা করেন নি। বরং ক্ষুদ্র বিষয়েও ভক্তগণ আনন্দ করছেন দেখলে ঠাকুর কতই খুশী হতেন। ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলেও কখনো ভৎর্সনা করতেন না। প্রয়োজনবোধে মিষ্ট বাক্যে সাবধান করে দিতেন এবং ধীরভাবে উপদেশ দিতেন।

নিতান্ত আপনজন পেয়ে ঠাকুরের স্নেহ ও আদরের উপর আমাদের আব্দার অনেক সময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। একদিনের কথা মনে পড়ে; সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন চার জন বীরেনবাবুর বাসায় ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এ-কথা সে-কথার পর ঠাকুর বললেন, আজ এখানেই কিছু আয়োজন ক'রে আপনারা খান। ঠাকুরের নির্দেশে নিজেদের পকেটে সামান্য পয়সা যা ছিল, তাই দিয়ে খিচুরির আয়োজন করা হল। ঠাকুরের জন্য একটি ফজলী আম আনা হল। রান্না চল্‌ছে। এদিকে আমাদের মাথায় খেয়াল চাপলো, চার্লি চ্যাপলিনের Gold Rush ছবিটি দেখতে হবে। প্রফুল্লবাবু ঠাকুরকে বললেন, আমরা সিনেমায় যেতে চাই। ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার প্রফুল্লবাবু বললেন, আপনিও চলুন না ; চার্লি চ্যাপলিনের খুব চমৎকার ছবি। ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে বললেন, হু—। আপনারা যান, সব সময়ই তো বায়স্কোপ দেখছি। বলা বাহুল্য, ঠাকুরকে একাকী রেখেই আমরা সিনেমা দেখতে গেলাম।

প্রায় রাত্রি ১০টার সময় আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখি, ঠাকুর তখনো কিছু মুখে দেন নি। হাত মুখ ধুয়ে আমাদের খেতে বসতে বললেন। আমরা ৪।৫ জন পাতা নিয়ে বসে গেলাম ; ঠাকুর নিজের হাতে খিচুরি, তরকারি ও ভাজা পরিবেশন করলেন। কয়েক টুকরা আম পরিবেশন করতে যাচ্ছেন, অমনি প্রফুল্লবাবু বায়না ধরলেন, তাকে আমের আঁটিটি দিতে হবে। ঠাকুর অমনি আঁটিটি তার পাতে দিলেন। সেই আঁটি নিয়ে কাড়াকাড়ি বেঁধে গেল হরিবাবু ও প্রফুল্ল বাবুর মধ্যে। এদিকে ঠাকুরতো হেসে কুটপাট।

নারায়ণগঞ্জে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বর্ষীয়সী বিধবা শিষ্যা ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং ঠাকুরের জন্য আচার চাট্‌নি আরো কত কি তৈরী করে রাখতেন।

একদিন ঠাকুর হু'টি ভক্ত নিয়ে বিধবার গৃহে উপস্থিত হলেন। বিধবার তো আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরকে যথাযোগ্য আসনে বসিয়ে ভক্ত হুটিকে সমাদর করে বসবার আসন দিলেন। নানা প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। ঠাকুর এমনভাবে আলাপ করতে লাগলেন, যেন তিনি মায়ের কাছে এসেছেন।

একটু পরেই বিধবা ঘাটে গেলেন স্নান করতে। ঠাকুর ভক্তদ্বয়কে বললেন, ঐ সব বৈয়মে আচার চাট্‌নী আছে ; আপনারা কিছু কিছু নিয়ে খেয়ে ফেলুন। আবার যেমনি বাঁধা আছে, তেমনি বেঁধে রাখুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের উস্কানি পেয়ে তারা দু'জনে কতকটা আচার ও চাট্নি হাতে নিয়ে খেয়ে ফেললেন। বৈয়ম দু'টি আবার তেমনি বেঁধে রাখলেন। এদিকে স্নান সেরে এসে বিধবা ঠাকুরকে প্রণাম করতেই ঠাকুর সহাস্যে বললেন, গোপালেরা ননী না পেয়ে কিছু আচার চাটনিই খেয়েছে। বিধবা সহজ ভাবেই বললেন, বেশতো। কিন্তু ভক্তিমতী মহিলা সেদিন ঠাকুরকে কিছু আচার ও চাট্নি না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না।

ঠাকুরের ভক্ত স্বর্গীয় জ্ঞান গাঙ্গুলীর বাড়ী বুড়িগঙ্গার অপর পারে কোণ্ডাগ্রামে। জ্ঞানবাবু ঠাকুরকে ধরে বসলেন, তার বাড়ীতে ঠাকুরের একবার পদধুলি দিতেই হবে। ঠাকুর স্বীকার করলেন, যাবেন তার বাড়ী। আমাদের ডেকে বললেন, 'কালতো রবিবার, আপনারাও চলুন।' আমরা উল্লাসে আত্মহারা, ঠাকুরের সঙ্গে নৌকা চড়ে যাব।

পরদিন সকালবেলা ঠাকুরকে নিয়ে আমরা নদীর ধারে উপস্থিত হলাম। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। ঠাকুর বললেন, ঐ যে ওখানে চিনে বাদাম আর বুটভাজা বিক্রী হচ্ছে; কয়েক পয়সার কিনে আনুন, নৌকায় বসে খাবেন। অমনি কেনা হল কিছু চিনে বাদাম ও বুট ভাজা। নৌকা ছাড়া হল। নদীপথ ছেড়ে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চললো নৌকা গন্তব্য পথে। আমরা বাদাম ও ছোলা নিয়ে সেই নৌকার ভিতর কি হৈ চৈ না করলাম! আমাদের বাদামের খোসা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখে ঠাকুর হেসে ঢলে পড়তে লাগলেন।

দুপুরে আহারাদির পর আমাদের বিশ্রামের জন্য জ্ঞানবাবুর ছেলেরা সুন্দর বিছানার ব্যবস্থা করে দিল। আমরা বিশ্রামের পরিবর্ত্তে বিপুল উৎসাহে তাস নিয়ে 29 খেলতে সুরু করলাম। ইতিমধ্যে ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার দেখতে এলেন, আমাদের বিশ্রামের কিরূপ ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা তো ঠাকুরের হঠাৎ উপস্থিতিতে যার যার হাতের তাস লুকিয়ে ফেললাম। ঠাকুর একটু মুচকি হেসেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

একথা অনেকেই জানেন যে ঠাকুর কোন ভক্তসহ অপর কোন ভক্তগৃহে উপস্থিত হলে সঙ্গের ভক্তের অযত্ন বা অসুবিধা হলে বিরক্ত বোধ করতেন। একবার স্বর্গীয় পরমভক্ত ইন্দুবাবু দুই একটি ভক্ত বন্ধুসহ ঠাকুরের সহিত ময়মনসিংহ সহরে সতীনবাবুর বাসায় গিয়েছিলেন। সে যেন ঠাকুরের নিজের গৃহ, এমনিভাবে ভক্তদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিলেন। সেই রাত্রিতে প্রবল বৃষ্টি নামল। ঠাকুর শয্যা ত্যাগ করে দু'খানি কাথা নিয়ে ভক্তদের দিয়ে বললেন, 'বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, আপনারা এই কাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঠাকুরের উপস্থিতিতে আমাদেরও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হত। আমরা এই সুযোগে ভাঙ্গের সরবতের আয়োজন করতাম। প্রত্যেকেই কিছুটা ভাঙ্গের সরবত খেয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করে দিতাম। কবে কেমন করে এই বদ খেয়াল আমাদের মাথায় ঢুকেছিল সে কথা স্মরণ হয় না। তবে ঠাকুর পদার্পণ করলে অনেক সময়ই যে এই পদার্থটি পানের ব্যবস্থা হত, তা বেশ মনে আছে।

একদিন ভাঙ্গ খেয়ে আমরা কীর্ত্তন আরম্ভ করেছি। কিছুক্ষণ নাম কীর্ত্তনের পরই কেহ কেহ জল পিপাসা বোধ করলেন, এবং গৃহান্তরে জল পান করতে গেলেন। এদিকে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'কচুর পাতা খেয়ে কি কীর্ত্তন হয়?' সেদিন আর কীর্ত্তন হল না। কিন্তু এর পর আর কোনদিন ভাঙ্গের সরবত খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য ঠাকুর লজ্জা দিয়েছেন বলে প্রতিজ্ঞা করেও এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিনি।

একবার ঠাকুর নারায়ণগঞ্জে ভক্তগৃহে ছিলেন। তখন দেশে মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন পুরোদমে চলছিল। আমরা কথায় কথায় মহাত্মাজীর কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম। ঠাকুর ক্ষুদ্র একটি কথায় গান্ধীজীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন। তিনি বললেন, 'গান্ধী তো পদ্মগন্ধী'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম শুনে বললেন, 'তিনি স্বরাজ আনতে চান। স্বরাজ কি আমিত্বের জোরে আসবে?'

সেদিন সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেসের বিরাট জনসভা চলছিলো। আমরা বললাম, আপনার অনুমতি পেলেই, আমরা কংগ্রেসের কাজে নেমে পড়ব। ঠাকুর বললেন, 'ঐ দলে গিয়ে হৈ হল্লা করলে পুলিশ লাঠি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেবে; আর জেলে নিয়ে পুরবে। বাড়ীতে বৌ কাঁদবে।' আমরা তর্ক বাড়িয়ে চললাম। বললাম, 'ঐ আপনার বড় ভক্ত ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত তো কংগ্রেস করে জেলে যাচ্ছেন। তিনি কি তাঁর স্ত্রীর চোখের জল দেখে কংগ্রেস ছেড়েছেন?' উত্তরে ঠাকুর বললেন, "তাঁর স্ত্রী স্বামী জেলে গেলেও চোখের জল ফেলেন না। তিনি বড় শক্ত মেয়ে।"

একবার ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় আমরা ঠাকুরকে নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ আসছিলাম। তখন বর্ষাকাল। কলাগাছিয়া নামক স্থানে এসে পেঁছিতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও বাতাস আরম্ভ হল। ঢেউয়ের আঘাতে ডিঙ্গি নৌকা মাঝে মাঝে কাঁপতে লাগলো। ঠাকুর বললেন, 'ঢেউগুলি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলতে বলতে ধাক্কা দিচ্ছে।' এদিকে বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। নৌকার উপরেও ঢেউ ভেঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়তে লাগল। মাঝি নৌকা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল। আমাদের তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠলো। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। অতটুকু ডিঙ্গি সেই ঝড় জলে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু ঠাকুর গুণ গুণ করে গান গাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে বলছেন 'মাভৈঃ'। কিন্তু আমাদের প্রাণে ধৈর্য্য মানছে না।

মিনিট পনর পরে ঝড় বৃষ্টি কমে গেল। তখন আমরা আশ্বস্ত হলাম।

স্বয়ং কাণ্ডারী সাথে ছিলেন, কিন্তু মূর্খ আমরা, তাঁর প্রতি তো অটুট বিশ্বাস ও নির্ভরতা রাখতে পারিনি।

—আট—

সাধারণ দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অতি শান্ত। ভক্তগৃহে, উৎসব-সমারোহে ধীর, স্থির। নির্বিকারে সর্ব্বত্র চলাফেরা করতেন। সর্ব্বদা সংযত ভাব। বাহ্য জগৎ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত দৃষ্ট হলেও, ঠাকুর ছিলেন মহাসমুদ্রের তলদেশের ন্যায় শান্ত ও স্থির। ভক্ত ও দর্শনার্থিগণ স্বার্থ-পরার্থের কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতেন। ঠাকুর ধৈর্য্য-সহকারে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে তাহাদের সংশয় ভঞ্জন করতেন। অমায়িক ব্যবহারে এবং স্নেহের সম্বোধনে উপস্থিত জনগণের অন্তরে যেন একটা পরম শান্তির প্রলেপ দিয়ে দিতেন।

আবার এই চিরক্ষমাশীল ও স্নেহপ্রাণ ঠাকুরও কঠোর এবং নির্ম্মম ব্যবহার করতেন—উহা কেহ প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করতে চাইতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কেন তিনি নির্মম ও কঠোর হতেন, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য ছিল। ঠাকুর অন্তর্দৃষ্টির বলে যাহা দেখতেন এবং বুঝতেন, তা অপরের পক্ষে অনুধাবন করা কখনো সম্ভব ছিল না। তিনি শ্রীমুখে যেমন বলতেন, 'প্রাক্তনের ভোগদান করতেই হবে', কার্য্যেও তিনি প্রিয় ভক্তের বিপর্যয় কালে অবিচলিত থাকতেন। আমরা যাহাকে কঠোর আখ্যা দিতাম, সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের দৃষ্টিতে তাহা হয়ত ন্যায় ও কল্যাণ-রূপে প্রতিভাত হত। এজন্য অনেক সময় মনে হয়, বাহ্যিক ভাবে আমরা ঠাকুরকে যেরূপ দেখতাম বা ভাবতাম, তিনি তাহার অনেক ঊর্দ্ধে অন্তর্লোকে বাস করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে এই বৈষম্যের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ স্থলে জনৈক ভক্তের কথা উল্লেখ করছি। এই ভক্তটিকে আদি ভক্তগণের অন্যতম বলা যেতে পারে। তিনি সুদীর্ঘ কাল পরম নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করেছেন। তাহার ইষ্টনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা ও তন্ময়তা দেখে আমরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলাম।

ভক্তটি অদৃষ্ট বৈগুণ্যে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অতিশয় নিপীড়িত হতে থাকেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহার গৃহে পদার্পণ করতেন। ইহাতে দরিদ্র ভক্ত দারিদ্র্য-দুঃখ ভুলে আনন্দে অধীর হতেন এবং ঠাকুরের তৃপ্তির জন্য সাধ্যানুসারে অনেক কিছুই করতেন। ঠাকুর গল্পগুজবে এবং উপদেশে ভক্তের হৃদয় সঞ্জীবিত রাখতেন।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর সমস্তই যেন পাল্টে গেল। ঠাকুর ঐ ভক্তের গৃহে আর কখনো যেতেন না। বহু অনুরোধেও ঠাকুর সেই ভক্তের আকুল প্রার্থনা কানেও নিতেন না। এমনকি কখনো তার দিকে ঠাকুর তাকিয়ে দেখতেন না, বা তার কোন প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। অন্যান্য ভক্তেরা ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং দরিদ্র ভক্তকে ক্ষমা করবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয়নি। ঠাকুর এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি কানে কিছুই শুনতে পান নি। এই ভক্তটির জীবিত কালে ঠাকুর আর তার গৃহে যাননি। ইনি ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেছিলেন।

একবার জনৈক দরিদ্র ভক্তের গৃহ থেকে দুপুর বেলায় ঠাকুর অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে উপস্থিত। এসেই একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন। সাধারণতঃ এরূপ অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে তড়িৎগতিতে যেখানে সেখানে উপবেশন করা ঠাকুরের অভ্যাস ছিল বলে মনে হয় না। কোন কিছুর ভূমিকা না করেই ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'আমাকে পরীক্ষা! আমার খাবার ব্যবস্থা করে নিজেরা অভুক্ত থাকা! খাদ্যের আমার কি প্রয়োজন? দশটা পয়সা ছিল, নিজেরা কিছু কিনে খেলেই হত।' ঠাকুরের কথা কয়টি শুনে আমরা তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। অবশ্য আমরা জানতাম যে, ঠাকুর কোন্ ভক্ত-গৃহ থেকে এসেছেন। অবিলম্বে সেই ভক্তগৃহে খাদ্যাদির কিছু ব্যবস্থা হল।

একবার ঢাকায় একটি মুসলমান ফকির তাঁহার শিষ্যসহ উপস্থিত হয়েছিলেন। ফকিরটি এ-পাড়া ও-পাড়ার ধর্মভীরু ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে নিজের বিবিধ কেরামতির কথা বলতেন। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে অর্থশালী করে দিতে পারেন, ইহাও জোর গলায় বলতেন। ঘোড়-দৌড়ের বাতিকগ্রস্ত লোকেরা তার কাছে বিশেষ করে ভীড় জমাতো। ফকিরটি যখন তাঁর শিবনেত্র তুলে অতীন্দ্রিয় ভাব দেখানোর ভাণ করতেন, তখন অনেকেই তাঁর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের এক ভক্ত বন্ধুও ফকিরের কাছে হামেসা যাওয়া আসা করতে লাগলেন। ফকির নাকি তাঁকে কথা দিয়েছেন যে তাঁকে প্রচুর অর্থ পাইয়ে দিবেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর এলেন। আমরা সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার কাছে গিয়ে ভীড় জমালাম। সহসা ঠাকুর এক বাক্স সিগারেট ও একটি দিয়াশলাইয়ের বাক্স আনতে বললেন। তৎক্ষণাৎ দুইটি জিনিস আনা হল। ঠাকুর একপাশে সিগারেটের বাক্স ও ম্যাচ বাক্স রেখে দিলেন। তারপর সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা এখানে সেখানে যান কেন? আপনাদের পাওনার কী বাকী আছে? কোন সাধু বা গেরুয়াধারীকে দেখলে ভদ্রতাসূচক নমস্কার জানাতে পারেন। তাঁর কোন সমালোচনা করা বা তার দলে ভীড়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।' ঠাকুর এই কথা কয়েকটি বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন। তখন তাঁর স্বাভাবিক কোমলতা এতটুকু ছিল না।

এরপরই সেই ফকির সাহেব সশিষ্য এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর তাঁকে সসম্মানে নিজ পাশে বসালেন, এবং সিগারেট ও ম্যাচ বাক্সটি এগিয়ে দিলেন। ফকির সাহেব সানন্দে সিগারেট টানতে টানতে তাঁর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও সাদর নিমন্ত্রণাদির বিবরণ অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। ঠাকুর মস্তক ঈষৎ নত করে সব শুনতে লাগলেন। কথাবার্তা ঠিক একতরফা চলতে লাগলো। কেননা ঠাকুর একেবারে নীরব ছিলেন। একটু পরে ফকির সাহেব উঠলেন। ঠাকুর ও ফকিরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হল এবং ফকির চলে গেলেন।

এর দু' একদিন পর ফকির সাহেবকে আর ঢাকায় দেখা যায়নি।

অনেকদিন আগের কথা। আমরা সকলেই বীরেন বাবুর বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের কাছে সমবেত হয়েছি। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীকেশবচন্দ্র বসু। তখন কেশব বাবু অল্প বয়স্ক যুবক, রেলওয়েতে চাকুরি করেন। সহসা প্রফুল্ল বাবুর সঙ্গে কেশব বাবুর কি নিয়ে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল। ক্রমে বিষয়টি বেশ একটু তীব্র হয়ে উঠলো। ঠাকুর অদূরেই আসনে উপবিষ্ট। প্রফুল্ল বাবু ক্রোধে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং কটুভাষায় কেশব বাবুকে আক্রমণ করলেন। ঠাকুর তীব্র দৃষ্টিতে ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে লাগলেন। সক্রোধে প্রফুল্ল বাবু বলে উঠলেন, 'এমন ছেলে স্কুলে হলে আমি চাবকিয়ে সোজা করে দিতুম।'

এরপরেই ঠাকুর চাদরখানা গায়ে টেনে দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আসি।' আমরা একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তখন বেলা ১১টা। আমাদের মধ্যে সেদিন প্রবীণ ভক্ত জ্ঞান গাঙ্গুলি মশায়ও ছিলেন। গাঙ্গুলি ম'শায়ের সহিত আমরা সকলেই করজোড়ে কত মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলাম। ঠাকুর বার বার বলতে লাগলেন, 'কী, এত বড় ঔদ্ধত্য! এমন অভদ্র!

বেশ কিছুক্ষণ লাগলো ঠাকুরকে শান্ত করতে। ঠাকুরের তৎকালীন তীব্র দৃষ্টি ও অদ্ভূত মুখমণ্ডলের ছায়া আজো মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন, স্নেহশীল, ধৈর্যশীল, কোমল; আবার ছিলেন তেজস্বী, কখনো নির্মম, নিষ্ঠুর। বহুভাবে ঠাকুরকে দেখবার যাদের সুযোগ হয়েছিল, তাঁরা নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন। মুখে তিনি অনেক কিছুই বলেননি, কিন্তু কার্য্যত তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষের দুর্বলতার কোন দিকই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—নয়—

অনেকেই জানেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্ঠীলেখার ঝোঁক ছিল। কোন ভক্তগৃহে এসে নবজাত শিশু দেখলেই তার ঠিকুজি বা কুষ্ঠী লিখতে আরম্ভ করতেন। পঞ্জিকায় শুভদিন, তিথি, লগ্ন ইত্যাদিরও বাছ্-বিচার করতেন। ভক্তদের যাত্রার দিনক্ষণ পঞ্জিকা দেখে ঠিক করে দিতেন। নূতন ঘর তুলতে কোন্ দিকে দিকশূল, কোন্‌স্থানে কোন্ কোন্ দ্রব্য সহযোগে প্রথম খুঁটি বা ইট স্থাপন করতে হবে, সে সবও ব্যবস্থা করে দিতেন।

অনেকে কন্যার বিবাহের পাকা কথা দেবার পূর্ব্বে ঠাকুরের অনুমতি নিতে আসতেন। অনেকে আবার ব্যাখ্যা করে সম্বন্ধটির উৎকর্ষতা নিজেরাই প্রমাণ করতেন। ঠাকুর ছোট্ট একটি—'হ' বলে অনুমতি দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার অকাল বৈধব্য ঘটলে কোন কোন ব্যক্তি এরূপও বলতেন, ঠাকুর অনুমতি দিলেন, তবে এমন সর্বনাশ হল কেন? —অজ্ঞতা বশতঃ আমরা প্রাক্তনের ফল কৌশলে এড়াতে চাই।

যতদূর মনে পড়ে সে হল ১৯৩৬ সনের কথা। ঠাকুর বলতে সুরু করলেন, তাঁর বিষম রাহুর দশা। স্পটই বলতে লাগলেন যে, এই দুরন্ত রাহুর দশার অচিরে প্রতিবিধান প্রয়োজন। ভক্তদের মধ্যেও আলোচনা হতে লাগলো যে, ঠাকুর রাহুগ্রস্ত, এর অর্থ কি?

ঠাকুর প্রকাশ করলেন যে, একজন নমঃশূদ্রের সহিত তাঁর মিতালি করতে হবে; তা হলেই দুষ্ট দশার অবসান হবে। তখন আমাদের চিন্তা হল, কোথায় ঠাকুরের এমন মিত্র মিলবে। সহরের বাইরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-দিক ও-দিক খুঁজতে খুঁজতে শ্রীহরিদাস আচার্য্য ঠাকুরের একজন মিতার আবিষ্কার করলেন।

একদিন সেই নমঃশূদ্র বন্ধুটিকে সাধু দর্শনে আনা হল। বন্ধুটি তখন নিঃসন্দেহে ৭০ বৎসর অতিক্রম করেছেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, জীর্ণ-শীর্ণ অশক্ত দেহ। কোন মতে লাঠি ভর দিয়ে চলতে পারেন।

বন্ধুপ্রবরকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হাজির করা হল। ঠাকুর সসম্ভ্রমে বন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন। বন্ধুতো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বন্ধুকে ঠাকুরের পাশে বসানো হল। বন্ধুর শঙ্কা ও বিস্ময়-জড়িত দৃষ্টি দেখে মনে হল যে, তিনি হয়ত ভাবছেন, এরা আমাকে নিয়ে এসব কি কচ্ছে! কিন্তু ঠাকুর মিতাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, তাঁর মিতা সহজ মানুষ নন। তিনি ঠাকুরকে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ঠাকুরের কতকগুলি কথা যে মিত্র মহাশয় আদৌ অনুধাবন করতে পারলেন না, তাহা বুঝতে কারো বাকী থাকলো না।

এরপর বন্ধুকে নূতন কাপড় চাদর পরিয়ে পরম যত্ন সহকারে ভোজন করানো হল। বন্ধুটি বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

পরবর্ত্তীকালে বন্ধুকে ভক্তেরা যথেষ্ট আদর যত্ন করতেন। সে-দিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বন্ধু বলতেন, 'সবই ঠাকুরের খেলা। আমি কিছুই বুঝতে পারি না।'

ঠাকুরের এই মিতালির ব্যাপারটি নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য। তবে একথা ভক্তেরা জানেন যে, ঠাকুর নাম দিতে জাতিবর্ণের বাছ-বিচার করতেন না। কতিপয় মুসলমানও তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা ইহাও জানি যে সমাজে যারা নিতান্ত তুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রভ্রষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাও ঠাকুরের করুণালাভে বঞ্চিত হননি। ঠাকুর কখনো কাহারো চরিত্রহীনতার জন্য ভৎর্সনা করতেন না বা নাম প্রদানে কার্পণ্য করতেন না। সময়ে নামের দিব্য প্রভাবে চরিত্রের পরিবর্তন হত বলেই বিশ্বাস করি। শ্রীশ্রীঠাকুর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, পতিতের নির্ভর এবং কাঙালের দয়াল ঠাকুর।

—দশ—

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের আব্দার নীরবে পালন করতেন। সেই সকল আব্দারে বেশ কতকটা ছেলেমিও থাকত। কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করতেন না। তৎকালে ঠাকুরের আচরণ দেখে মনে হত যে তিনি যেন ছেলেমির উৎসাহ দিচ্ছেন।

একবার সরস্বতী পূজার আগের দিন ঠাকুর এলেন। তখন সকাল বেলা। আমার খেয়াল হল, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের কয়েকখানা ফটো তুলব। শ্রীমনোমোহন পাইন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হলেন। প্রস্তাব করা মাত্রই ঠাকুর তাঁর চাদরখানা নিমার উপর পরিপাটি করে জড়িয়ে উঠে পড়লেন।

প্রথম ফটো হল একখানা খদ্দরের আসনে উপবিষ্ট ঠাকুর। এই ফটোখানায় ঠাকুরের অপূর্ব সুন্দর পরিপুষ্ট চেহারা উঠলো। দ্বিতীয় ছবিখানা হল, ঠাকুর অফিস টেবিল সম্মুখে করে চেয়ারে উপবিষ্ট। ঠাকুরের দাঁড়ানো একখানা ফটো থাকা দরকার। সবই যে বসানো ছবি হচ্ছে! ঠাকুর প্রাচীর ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালেন; ছবি উঠলো যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক ঠাকুর। এর পর হল আমাদের অদ্ভুত খেয়াল। পরদিন সরস্বতী পূজা। পূজার জন্য ছেলেরা গড়েছিল বিরাট এক মাটির পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর সরস্বতী বসানোর স্থানে কম্বল পেতে ঠাকুরকে ধরে সেই কম্বলের উপর বসিয়ে দিলাম। ঠাকুর একটুও আপত্তি করলেন না। তোলা হল সেই কৃত্রিম পাহাড়ে উপবিষ্ট ঠাকুরের ফটো।

আক্ষেপের বিষয়, সেই ফটোগুলির একখানিও আমার কাছে নাই, এবং উৎভ্রান্ত ফটোগ্রাফার পাইন মহাশয়ও সেই সকল ফটোর নিগেটিভগুলি নাই বলে আমাকে জানিয়েছেন।

ফটো তোলার দিন স্কুলের ছেলেরা ঠাকুরকে ধরে বসলো, তাঁদের সরস্বতী পূজায় ঠাকুরকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। শিশু-ছেলেদের আব্দার রক্ষা করবেন বলে ঠাকুর স্বীকৃতি দিলেন।

পরদিন সরস্বতী পূজা। ঠাকুর ছেলেদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন সন্ধ্যার একটু আগে। ছেলেরা উল্লসিত হয়ে ঠাকুরকে ঘিরে ধরল। একের পর এক পদধূলি নিয়ে তারা ঠাকুরকে প্রতিমা দেখাতে নিয়ে গেল। ঠাকুর বিরাট একদল ছাত্র পরিবৃত হয়ে প্রতিমা দর্শন করলেন। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল, কেমন হয়েছে আমাদের প্রতিমা? ঠাকুর উত্তর করলেন, 'বেশ'।

তারপর ছেলেরা ঠাকুরকে নিয়ে বসালো উপরের, সুসজ্জিত হল-ঘরে। ঠাকুর বিশ্রাম করলেন এবং একটু পরে ছেলেরা ঠাকুরকে ফুলের সাজে সাজালো। গলায় পরালো নানারকম ফুলে গাঁথা একগাছি সুন্দর মালা, মাথায় পরালো ফুলের মুকুট; দুই হাতে পরালো ফুলের বালা। ঠাকুর চুপটি করে বসে আছেন, যেন তিনি ছেলেদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। তারপর আরম্ভ হল কয়েকটি ছেলের ধূপতি ও পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে ঠাকুরের আরতি। এদিকে চললো ঢাকের সময়োপযোগী বাদ্য ও ভক্তগণের নাম কীর্ত্তন! যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো।

আরতির পর্ব শেষ হল। সকলেই ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। যে ছেলেটি আরতির নৃত্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, ঠাকুর তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। প্রসাদ গ্রহণ করে ছেলেরা প্রস্থান করল।

এই ব্রাহ্মণ বালকটি স্বভাবতঃ শান্ত এবং ধীর স্থির ছিল। পরবর্ত্তীকালে বালকটি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।

—এগার—

শ্রীশ্রীঠাকুর নামকীর্ত্তনের উৎসাহ দিতেন। তাঁর শুভাগমন হলেই ভক্তগণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করতেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হলে ঠাকুর স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকতেন এবং সময় সময় কীর্ত্তন জমাট হয়ে উঠলে ঠাকুরের দেহ দুলে উঠত। আসর-বন্দনা থেকে প্রেমধ্বনি পর্য্যন্ত নিয়ম যথারীতি প্রতিপালনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হলে মাঝখানে বিরতি, কোনরূপ আলোচনা, প্রভৃতি পছন্দ করতেন না।

ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তগণের কীর্ত্তনের কিছু কিছু প্রশংসাও করতেন। কোন কোন একক ভক্তের কীর্ত্তনের পদ্ধতি এবং কণ্ঠস্বরেরও তারিফ করতে শুনা যেত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন স্থলে মেয়েরা অগ্রবর্ত্তী হয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করতেন এবং পুরুষ ভক্তগণও তাহাতে যোগদান করতে দ্বিধা করতেন না। অথচ নরনারীদের অবাধ মিলন সম্বন্ধে যে ঠাকুরের কঠোরতা ছিল, ইহাও সুবিদিত। ষ্টিমারে, নৌকায় এবং ট্রেনে চলতে মেয়েদের একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ট্রেনে চলতে ঠাকুর নিজে মাঝখানে বসে পুরুষ ও মেয়ে ভক্তদের দু'পাশে বসাতেন। পাহাড়তলীর আশ্রমেও মেয়েরা যাতে একটু আপন ভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারেন, সে জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।

বিগত ৩০।৩৫ বৎসর হতে ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিভিন্নস্থানে উৎসবের প্রবর্ত্তন হওয়ায় পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ আশ্রমে ও উৎসব ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সমবেত হয়ে আনন্দ কচ্ছেন। ভক্তগণের এরূপ মিলিত উৎসবে ঠাকুরও কত আনন্দই না বিতরণ করেছেন! সেই আনন্দের ধারা ক্রমে বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে এই আনন্দ ক্রমবর্দ্ধমান হবে বলেই মনে হয়।

নরনারীর বিবাহ বন্ধনকে ঠাকুর উচ্চস্থান দিতেন। তিনি বলতেন, 'দাম্পত্য প্রণয়ে ভগবান বাস করেন'। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সংযমহীনতা আদৌ পছন্দ করতেন না।

নারীজাতির প্রতি তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। দরিদ্রের সংসারে তাঁরা কত ভাবেই দুঃখ ভোগ করেন! অভাবগ্রস্ত, শোকতাপে জর্জ্জরিত মহিলাদের তিনি কত ভাবেই আশ্বস্ত করতেন! শত দুঃখের মধ্যেও তাঁদের বলতেন, 'সংসার করবেন, নাম করবেন, আনন্দ করবেন'। দরিদ্র ও নানাপ্রকার কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন বলে কোনদিন তাঁদের উপেক্ষা করেননি। বরং তাদের কুটিরে গিয়ে ঠাকুর কত স্বস্তি বোধ করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন ধনবানের গৃহে ঐশ্বর্য্যের বিকাশের মধ্যে ঠাকুর যেন অস্বস্তি বোধ করতেন। আবার কেহ কেহ বেশ উপলব্ধি করেছেন যে তাঁহার আশীর্বাদে সম্পদ ও আনন্দ লাভ করে তাহারা কৃতার্থ হয়েছেন।

অধিকাংশ হিন্দুগৃহেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর আসন স্থাপিত আছে। নিত্যপূজা ছাড়াও মেয়েরা বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠান্তে পূজা করে থাকেন। ঠাকুর এই প্রথার বিশেষ প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন, 'শ্রদ্ধাভক্তিসহ লক্ষ্মীপূজা করলে লক্ষ্মীর কৃপালাভ হয়, কোন অভাব থাকে না।

একদিন বিস্তর ভক্তসমাগমে ঠাকুর সহসা বলে উঠলেন, 'দুর্গোৎসব না করাই ভালো'। কথাটা সকলের প্রাণেই লাগলো। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আবহমান কাল বাংলা দেশে দুর্গোৎসব প্রচলিত আছে। ধনীর গৃহে কত জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হয়, দরিদ্রের গৃহেও কোন রকমে বার্ষিক পূজা হিসাবে দুর্গোৎসব হয়ে থাকে, আবার বারোয়ারী পূজাও বহুস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।' ঠাকুর বললেন, 'আবাহন করলেই সেজন্য দায়িত্ব এসে পড়ে। দেবীর আবাহন করলে তাঁর তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা করতে হয়। দেবীর আগমন থেকে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পূজাপরাধ যাতে না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।'

মেয়েদের ভেতর সাদাসিধে ভাবটি ঠাকুর পছন্দ করতেন। যে কোন গৃহের মেয়েদের সরলতা এবং আদর-আপ্যায়ন ঠাকুরকে বিশেষ মুগ্ধ করত। আধুনিকাদের পোষাকের ঠাঁট এবং কৃত্রিমতা তিনি তেমন প্রীতির চক্ষে দেখতেন বলে মনে হয় না। কোন একটি সাদাসিধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিলা সম্পর্কে ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, 'এমন পবিত্র মেয়ে কম দেখা যায়।'

জনৈক মুন্সেফ পত্নীকে ঠাকুর একদিন হাস্য পরিহাসে একেবারে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। মহিলাটি ছিলেন নিতান্ত সেকেলে ধরনের। গুছিয়ে কথাবার্তা বলবার কৌশল ভদ্র মহিলার মোটেই ছিল না। ঠাকুর পূজার ঘরে প্রবেশ করে একে একে পূজার স্থান, রং বেরং-এর আসন, ধূপধূনার ব্যবস্থা, নৈবেদ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থালা বাসন, এমনকি টিনি বাতাসার ছোট বড় হাঁড়ির ব্যাখ্যা সুরু করলেন, আর মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসতে লাগলেন। মহিলা তো একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, ঠাকুর বুঝি তার সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ দেখেছেন। শেষে ঠাকুর নিজেই কিছু চেয়ে মুখে দিলেন। যাবার বেলায় মহিলার মস্তকে হাত রেখে নীরবে না জানি কত আশীর্বাদ করলেন।

—বার—

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র কাহিনী স্পষ্টভাবে কাহাকেও বলেছেন কিনা জানি না। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের গতিবিধি দেখে মনে হত যে, তিনি চিরদিনই লুকিয়ে চলতেন। আত্মপ্রকাশ বা প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না। কাজেই তাঁহার সাধক জীবনের কাহিনী অজ্ঞাত রয়েছে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে নেহাৎ অন্তরঙ্গ শিষ্যদের দু'একটি ঘটনা যেন অজ্ঞাতসারে বলে ফেলতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন কাহিনী থেকে ভক্তগণ ঠাকুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্ব ও বিচিত্র জীবনের আভাস পেতে পারতেন ; যে সকল ভক্ত ঠাকুরের দিব্যজীবনের সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন, তাঁহারা ঐ সকল খণ্ডিত কাহিনী বা ঘটনা হতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। তাঁর বিবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীতে কোন আমিত্বের আভাস থাকতো না। ঠাকুর এমন ভাবে ঘটনার বর্ণনা করতেন, যেন অপর কোন সাধুর জীবনে ঐ সকল ব্যাপার ঘটেছে।

একদিন হঠাৎ বলে উঠলেন দেশপ্রেমিক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের কথা। ঠাকুর বললেন, 'পূর্ব্বজন্মে অশ্বিনীবাবু ছিলেন হিমালয় প্রবাসী কঠোর সাধক ; দেহ ছিল তাঁর বরফে সাদা। কিন্তু দেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। তাই তো দেশের জন্য অনেক কিছু করে গেলেন এ জন্মে।'

আমরা দেখেছি যে, ঠাকুর দেহরক্ষার উপযোগী কোন খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খেতেন না। 'যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে, 'রামসাধু কিছুই খান না ;' এই প্রচারিত বাক্য বহু উৎসুক নরনারীকে আকর্ষণ করত। আবার যুবক ঠাকুরও নাকি ভুক্ত দ্রব্য গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেলতেন। এরূপ বমি করে ফেলার ঘটনা নোয়াখালিতে বহু ঘটেছে।

পদ্মাসনে ধ্যানস্থ অবস্থায় ঠাকুরের দেহ শূন্যে উঠতে থাকত্ এবং প্রায়ই গৃহের ছাদে গিয়ে দেহটি বাধা প্রাপ্ত হত। এরূপ দৃশ্যের প্রমাণ জীবিত বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শোনা যাচ্ছে।

সতীন বাবুর মুখে শোনা একটি ঘটনার কথা বলছি। তখন ঠাকুর যুবক। একদিন ঠাকুর সতীন বাবুকে বললেন, 'কিছু মাংস যোগাড় করতে হবে রে।' সতীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? কার জন্য ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর বললেন, 'হাঁ, মাংস চাই। খেতে চাচ্ছেন যে।' এই হেঁয়ালীর অর্থ সতীনবাবু বুঝলেন না, কিন্তু তাকে কিছু মাংস সংগ্রহ করতে হল। ঐ মাংস কলার পাতে যত্ন সহকারে বেঁধে ঠাকুর নিজের হাতে ছাদের উপর রেখে আসলেন এবং কিছু পরে একটি বাজ পক্ষী এসে ছোঁ মেরে মাংসের পুটলীটি নিয়ে চলে গেল। ব্যাপার দেখে সতীনবাবু বললেন, এ যে বাজ পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। আর কেউ তো এলোনা; কাকে দিতে চেয়েছিলেন? ঠাকুর নিশ্চিন্ত মনে বললেন, 'হাঁ, ঠিক হয়েছে, মাংস পেয়েছেন।' সতীনবাবু এ হেঁয়ালীর অর্থ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

একবার কয়েকটি ভক্ত বিশেষ যত্ন করে মাংস রান্না করলেন। তাদের ভোজনের পূর্বে ঠাকুর মাংসের পাত্রটি তাঁর কাছে আনতে বললেন। জনৈক ভক্ত মাংসের পাত্রটি ঠাকুরের সামনে নিয়ে এলেন। ঠাকুর কোন কিছু না বলে ধীরে ধীরে সবটা মাংস খেয়ে ফেললেন। ভক্তগণ অবাক বিস্ময়ে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করলেন। তারা এই রহস্যের কিছুই বুঝতে পারলেন না। দু'এক ঘণ্টা পরে ঠাকুর বার বার বমন করে মাংস ফেলে দিলেন এবং অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

হয়ত ঐ মাংস বিষাক্ত ছিল এবং ঐ মাংস ভক্ষণে ভক্তগণের জীবন বিপন্ন হত।

স্থানান্তরে যেতে ঠাকুর কখনো টিকেটের পয়সা বা কোন বিধি-ব্যবস্থার জন্য কোন কিছুই বলতেন না। যেতে হবে, চললেন ষ্টেশনে। ভক্তেরা সঙ্গে থাকলে ঠাকুরের গন্তব্য স্থানের টিকেট কিনে দিতেন এবং গাড়ীতে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে আসতেন। কিন্তু যখন তাঁহার গতি-বিধির খবর কেউ রাখতেন না, তখনো তিনি ষ্টিমারে বা ট্রেণে ভ্রমণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছেন, এর ভুরি ভুরি প্রমাণ অনেকেই জানেন। তিনি কি কোন যাদুমন্ত্র বলে কোম্পানীকে ফাঁকি দিতেন? না নিজে টিকেট করে রওনা হতেন?—ইহা একটি রহস্যের ব্যাপার হয়ে রয়েছে।

একদিন কতিপয় ভক্তসহ শ্রীশ্রীঠাকুর নৌকাযোগে মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ এলেন। ভক্তেরা নৌকা ভাড়া দিবার আগেই ঠাকুর তাঁহার আঁচল থেকে মাঝির নৌকা ভাড়া দশ আনা তামার চল্লিশটি পয়সা দিয়ে দিলেন। ছ'টি পয়সা বেশী হল; সে পয়সাও মাঝির হাতে দিয়ে দিলেন। ঠাকুরের কাপড়ের আঁচলে এই সাড়ে এগার আনার তামার পয়সা কোথা থেকে কেমন করে এলো, ভক্তগণ বুঝতে পারলেন না।

ঠাকুর অনেক সময় গুরুগণের সেবার বিষয়ে কিছু কিছু বলতেন। বছরে একবার গুরুগণের সেবার ভার ঠাকুরের উপর পড়ত। এজন্য তিনি ভক্তদের নিকট হতে কিছু কিছু অর্থও চেয়ে নিতেন। সারারাত কোথায় যেন গুরুগণের সেবার ব্যাপারে ব্যাপৃত থেকে ভোর বেলায় ক্লান্তদেহে ঠাকুর ফিরে আসতেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে শুধু এইটুকু জানা গিয়েছিল যে, সমবেত গুরুগণের সেবার জন্য একটি হাঁড়িতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সহযোগে অমৃতভোগ তৈরী হয় এবং গুরুগণ আনন্দ সহকারে উহা গ্রহণ করেন। এর পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য কি, তাহা রহস্যাবৃত বলেই মনে হয়।

একবার জনৈক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আপনাদের ঠাকুরকে নবাবপুর রোডে (ঢাকা) মালিটোলার ওখানে দেখে এলাম।' কথাটা শুনে আমাদের ধাঁধাঁ লেগে গেল। কেননা, আমরা নিশ্চিতরূপে জানতাম যে ঠাকুর আগের দিন ময়মনসিংহ সহরে সতীনবাবুর বাসায় চলে গেছেন এবং সেখানেই আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই সময়ে দুইস্থানে ঠাকুরের অবস্থান নিয়ে তখন আলোচনা হত এবং অনেকেই বিভ্রান্তবোধ করতেন। এ বিষয়ে ঠাকুরকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'অমন হয়, ওতে মন দেবার কোন দরকার নেই'।

অনেক সময় ঠাকুর ভক্তগৃহে চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকতেন। সে অবস্থায় ভক্তগণ বলতেন, 'ঠাকুরের দেহ এখানে রয়েছে, কিন্তু ঠাকুর এখানে নেই। হয়ত কোন গুরুতর প্রয়োজনে কোথায় যেন চলে গেছেন'। এইরূপ নিশ্চল অবস্থায় কেউ তাঁকে ডাকতে সাহস করেন নাই। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, আবার ধীরে ধীরে ঠাকুর উঠে বসতেন।

ঠাকুর মুমূর্ষু ভক্তের পার্শ্বে কখনো বিশেষ থাকতেন না। বরং শেষ মুহূর্ত্তে তিনি ভক্তের শেষ অবস্থা জেনে সে গৃহ থেকে অন্যত্র চলেও যেতেন। ভক্তের আত্মীয়স্বজনের কাতর মিনতিতে কর্ণপাত করতেন না। কিন্তু আমরা জানি যে, স্থূলদেহে না হলেও তিনি শেষ সময়ে ভক্তের পার্শ্বে উপস্থিত থাকতেন। আমি একজন ভক্তের কথা জানি, তাহার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি আমাদের বলতে লাগলেন, 'দেখছিস, আমি ঠাকুরের কোলে বসে আছি।' আমরা ভাবলাম, আর ভয় নেই, ঠাকুর আশ্রয় দিচ্ছেন, জীবনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু কিছু পরেই রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর পরে অনেকেই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাদের পরলোকগত আত্মীয়রা কি অবস্থায় আছেন। পুত্রকন্যা-শোকাতুর জনক জননী সজল নয়নে মৃত পুত্র-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। ঠাকুর প্রশ্নটি শুনিবামাত্রই উত্তর দিতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আপনার মা কালীঘাটে আছেন', 'আপনার পিতা বেশ আনন্দে আছেন', 'আপনার পুত্র যে আনন্দে আছে, সে আনন্দ আপনি তাকে দিতে পারতেন না' ইত্যাদি। একটি ধনী যুবক প্রিয়তমা পত্নী হারিয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে এবং ঠাকুরের কাছে এসে পত্নীর পরলোকগত আত্মার কথা ও নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে চাহে। ঠাকুর তার স্ত্রী সম্বন্ধে কিছুই বললেন না, শুধু যুবককে উপদেশ দিলেন, 'আপনি যদি যথার্থই স্ত্রীকে ভালবেসে থাকেন, তবে আর বিয়ে করবেন না। আবার বিয়ে করলে আপনার স্ত্রীর আত্মা কষ্ট পাবে, আর আপনারও দুঃখ বাড়বে।' অবশ্য যুবকটি ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করেছে কিনা জানি না।

অনেকে ব্যক্তিগত চাকুরী বা ব্যবসায়ের কথা বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলতেন। উদ্দেশ্য, ঠাকুর তার উপস্থিত কার্য্যটিকে সমর্থন করেন; এবং আশীর্বাদ করেন। ঠাকুর কিন্তু ওসবের ধার-কাছেও না গিয়ে আল্‌গা ভাবে বলে উঠতেন, 'অমুক কাজ ভাল। তাতে ঝঞ্ঝাট কম'। প্রশ্নকর্ত্তা বা জিজ্ঞাসু হয়ত ঠাকুরের কথাতে আদৌ মন দিলেন না। সময়ে দেখা গেল যে, সেই লোককে ঘুরে ফিরে ঠাকুর নির্দেশিত কাজেই নিযুক্ত হতে হয়েছে।

কোন ব্যক্তি হয়ত মামলায় বা বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। নানাবিধ হাঙ্গামার পর শেষে একটা রফা নিষ্পত্তি করলেন। তারপর হয়ত তিনি ঠাকুরের দর্শনে গেলেন। তিনি কিছু না বলতেই ঠাকুর বললেন, 'এই তো বেশ হয়েছে। লোকটি বড় ঘোর-প্যাচের। কাজেই একটু ক্ষতি স্বীকার করেও নিষ্পত্তি করা ভাল হয়েছে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার ঠাকুরের উপস্থিতিতে এক ভক্তগৃহে উৎসবের আয়োজন করা হল। কীর্ত্তন এবং মোটামুটি আয়োজনের কোন ত্রুটি থাকলো না। কিন্তু উৎসব শেষে ঠাকুর মন্তব্য করলেন, 'কত তো সাধ্যসাধনা করা হ'ল, কিন্তু আজ কাক প্রাণীরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।' আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে যাহাকে সুন্দর ও সার্থক বলে মনে করি, ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টিতে তাহা হয়তো ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ।

এক সময়ে ভক্তদের মধ্যে কেমন করে যেন প্রচারিত হল যে, ঠাকুর মক্কার পথে চলে গেছেন। সেই সময় প্রায় ২।৩ বৎসর ভক্তেরা ঠাকুরের অবস্থান সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর পেতেন না। তারপর সহসা ঠাকুরের আগমন। অনেকে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি ও অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেও পরিষ্কার কোন উত্তর পান নি। 'অমুক স্থানে গিয়েছিলাম, অমুকস্থানে ছিলাম', এরূপ সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে ঠাকুর কখনো নিজের কথা বলতেন না। তবে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে তিনি যা বলতেন, তাহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। সমুদ্রের তটভূমি এবং সাগরের যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে লোহিত সাগরের কথা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। তারপর বলেছিলেন, অঞ্চল বিশেষের সহৃদয় এবং অতিথিপরায়ণ মুসলমানদের কথা। মক্কার হীরাপর্বতের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, সেই পর্ব্বতে নাকি হিন্দু সন্ন্যাসী আছেন।

বালখিল্যদের দেশ বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সে দেশ কোথায় এবং তার ভৌগোলিক বিবরণই বা কি, তাহা আমরা জানি না। গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিলিপুটিয়ান নামে ছ' ইঞ্চি দীর্ঘ মানুষের কীর্ত্তিকাহিনী লেখা আছে। কিন্তু ঐ পুস্তকের সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই কাল্পনিক। অজ্ঞাত বালখিল্যদের দেশের বিবরণ ও তাদের রীতিনীতির কথা যখন ঠাকুর ভাবাবেশে বলতেন, তখন আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ না হয়ে পারিনি।

আবার বলতেন নারী-রাজ্যের কথা। একবার নাকি কুসুম-ভূষণে সজ্জিতা সুবেশা একদল যুবতী রমণী নারীরাজ্যের আইন অনুসারে ঠাকুরকে লতার বন্ধনে বন্দী করে নিয়ে গেল। ঠাকুরকে বন্দী দশায় উপবিষ্ট রেখে তারা তাঁর চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকারে ঘুরে ঘুরে অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করল। ঠাকুর তো নির্বিকার! তারপর গুরুর কৃপায় নারীরাজ্যের সেই রঙ্গিণীগণের হাত থেকে ঠাকুর মুক্তি পেলেন।

রহস্যের একটু আবরণ রেখেই ঠাকুর অনেক কথা বলতেন। আভাসে ইঙ্গিতে অনেক গূঢ়তত্ত্ব বলে যেতেন। একটু চিন্তা করলে অনেকেই উহা প্রণিধান করতে পারতেন। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এর গোলাগুলি ও খুনজখমের ব্যাপারে ধৃত হয়ে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর হুকুম হল। বাংলার জনসাধারণ দশহাজার টাকা তুলে মামলার পুনর্বিচারের জন্য বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করলেন। সেই অবস্থায় একদিন দীনেশ গুপ্তের পিতা সতীশবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলেন। ইঁহারা ঠাকুরের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। ঠাকুরের চরণ জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিগলিত হয়ে দীনেশের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহারা কতই না কাকুতি মিনতি করলেন। ঠাকুর স্থিরদৃষ্টিতে এঁদের দিকে চেয়ে শুধু এই কথাটি বললেন, 'বিলাতেও তো এরাই বিচার করবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তের—

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন কিশোর বয়স থেকেই সর্ব্বত্যাগী। তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না এবং অভাববোধ ছিল না। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়—যাহা মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য—এর কোনটিরই প্রয়োজনবোধ তিনি করেন নি। সমগ্র জীবনের প্রায় ৭০ বৎসর তিনি এমনি আশ্রয়হীন, ও অবলম্বনহীন হয়ে ভারতে এবং বহির্ভারতে পরিক্রমণ করেছেন। বাহ্যিকভাবে সাধুত্বের কোন নিদর্শনও ছিল না। সাধারণভাবে চিন্তা করলে, ইহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

ভক্তিমান আদর্শ গৃহী মাধব চক্রবর্ত্তী ও পরম ভক্তিমতী কমলা দেবীর যমজ পুত্রের একটি রাম, অপরটি লক্ষ্মণ। যমজ পুত্র দু'টি ছিল জনকজননীর নয়নের মণি। ঠাকুরের অনুজ লক্ষ্মণ ছিলেন অতিশয় আত্মভোলা। তাঁহার নিকট আপন-পর বিচার ছিল না। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবারস্থ সকলেই শোকার্ত্ত হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ ঠাকুর বাড়ী হতে কুমিল্লায় ভ্রমণ ব্যপদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই দুঃসংবাদ বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের নিকট পৌঁছবার পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীধাম হতে লক্ষ্মণের মৃত্যু সংবাদ বাড়ীতে জানিয়ে দেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, লক্ষ্মণ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আরম্ভ হলে ঠাকুর যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়তেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রতি ঠাকুরের একটা প্রবল স্নেহের টান ছিল।

আপন পরিবারের তথা বংশের সহিত ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠতা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকলেও ঠাকুর এই সম্পর্ককে চিরদিনের মত ছিন্ন করেননি। যৌবন বয়স পর্যন্ত তিনি জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামানিক গ্রামে যাওয়া আসা করতেন। নোয়াখালি সহরে যৌবনে অনেকদিন বাস করেছিলেন। সেখানে স্বর্গীয় সদানন্দ গাঙ্গুলীর বাসায় ঠাকুর অবস্থান করতেন, ইহা ভক্তদের অনেকেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। সেই সময়ের বিবরণ বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্নরূপ শোনা যায়। অনেকে বলেন যে, সদানন্দ বাবুর বাসায় তিনি পাচকের কাজ করতেন এবং বেতন বাবদ ৫৵০ আনা গ্রহণ করতেন। ঐ দু আনা মনি অর্ডার ফি দিয়ে পাঁচটি টাকা আপন জননীকে পাঠিয়ে দিতেন। এই প্রচলিত বিবরণের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আমি সতীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এই সংশয় নিরসন কল্পে বলেছিলেন, "ঠাকুর কখনো পাচক রূপে কোথাও কাজ করেন নি। আর ৫৵০ আনা বেতনে চাকুরি করতেন, ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আমাদের পারিবারিক অবস্থা কখনো এরূপ হীন ছিল না যে ঠাকুরকে পাচক বৃত্তি অবলম্বন করে মায়ের অভাব মোচন করতে হয়েছিল।"

১৯৫৮ সনের প্রথম দিকে স্বর্গীয় সদানন্দ বাবুর পুত্র অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র গাঙ্গুলীর সহিত বহরমপুরে তাঁহার পুত্রের বাসায় আমার সাক্ষাৎ হয়। দয়া করে তিনি আমাদের গৃহেও পদার্পণ করেছিলেন! ক্ষিতীশবাবু পরম ভক্তিমান সাধুপুরুষ। ঠাকুরের সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"আমার পিতা ৺সদানন্দ গাঙ্গুলী নোয়াখালিতে আদালতে চাকুরি করতেন। রামভাই আমাদের বাসায় ছিলেন। আমার বাবা ও মা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করতেন। আমাদের বাসায় তিনি পাচক ছিলেন না, কোন বেতনও তাঁকে দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হত না। তবে তিনি আমাদের সংসারে বাড়ীর লোকের মত অনেক কাজ করতেন। কি যে করতেন না, সে কথা বলা মুস্কিল। মা'র অসুখ করলে তিনি রান্নার কাজেও সাহায্য করতেন। বাবা অত্যন্ত তামাক খেতেন; রামভাই বাবাকে তামাক সেজেও দিতেন। আমি তখন ছোট ছিলাম। আমাকে রামভাই খুব আদর করতেন। তিনি যথারীতি খাওয়া লওয়া করতেন। তবে ভুক্তদ্রব্য বমি করে ফেলে দিতে নিজের চোখে দেখিনি; অপরের মুখে শুনেছি। আমাদের বাসায় আমার তুই মাতুল ছিলেন। তাঁরা স্কুলে পড়তেন। রামভাইকে তাঁরা বড় বিরক্ত করতেন। আমার মাতুলদ্বয় এবং রামভাই একই ঘরে শয়ন করতেন। একদিন রাত্রে আমার মাতুলদ্বয় চেঁচামেচি করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েন। ইহাতে বাড়ীর সকলেই জেগে ব্যাপারটি জানবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। মামারা বলেন, 'রাম বিছানা ছেড়ে পদ্মাসনে বসে ছাদ পর্যন্ত উঠে পড়েছে।' অবাক বিস্ময়ে সবাই ঘরের ভিতর ঢুকলেন। তাঁরা দেখলেন, রাম স্বাভাবিক ভাবে বিছানার উপর বসে আছেন। অনেকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রামভাই অতি বিনীতভাবে হুঁ-হাঁ করলেন, কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। তখন থেকে বাবা মা রামভাই সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক হন।

নোয়াখালি হতে কিছুদিনের জন্য আমার পিতা স্থানান্তরে যান। সেই সময় রামভাই আমাদের গৃহ ত্যাগ করেন এবং আর কখনো ফিরে আসেননি।

আমি চাকুরি ব্যপদেশে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছি। ময়মনসিংহ অবস্থান কালে আমি সতীন বাবুর বাসায় গিয়েও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামভাইকে দর্শন করেছি। কিন্তু আমার চাকুরি জীবনে কখনো তিনি আমার বাসায় পদার্পণ করেননি।”

সতীন বাবুর কাছে শুনেছি, ঠাকুরের বিবাহের জন্য চেষ্টা চলেছিল। এখান সেখান থেকে বিয়ের প্রস্তাবও আসত। কিন্তু ঠাকুরকে কন্যা কর্তারা এসে দেখা পেতেন না। সতীনবাবু কলিকাতায় স্কুলে পড়তেন। বাড়ী হতে তিনি পত্র পেলেন, ‘তোমার সোনা কাকাকে খোঁজ করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে। সে বাড়ীতে না এলে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করা যাচ্ছে না।’ সতীনবাবু কাকার খোঁজ আরম্ভ করলেন। একদিন তিনি কালীঘাটের কালীমন্দিরে গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর বারান্দার এককোণে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। সেই অবস্থা দেখে সতীনবাবু তাঁকে ডাক দিতে সাহস করলেন না। তিনি চুপ করে ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ধ্যান আর ভঙ্গ হয় না। শেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। ঠাকুরের চক্ষু দু’টি যেন রক্ত জবার ন্যায় লাল। সতীন বাবুকে দেখে ঠাকুর বললেন, “হ্যাঁরে, তুই কখন এলি ?’

সতীনবাবু——তা অনেকক্ষণ হল।

ঠাকুর—আমায় ডাকিস নি কেন ?

সতীনবাবু—আপনাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমার ডাক দিতে সাহস হয় নি।

ঠাকুর—তোদের সংবাদ ভাল তো ?

সতীনবাবু—হাঁ, সকলেই ভাল আছেন। বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে। আপনাকে বাড়ী যেতে লিখেছেন।

ঠাকুর—কেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীনবাবু—আপনার বিয়ের প্রস্তাব চল্‌ছে। আপনি বাড়ীতে না গেলে সম্বন্ধ পাকা করা যাচ্ছে না।

ঠাকুর—আরে পাগল, এখন কি বিয়ে করে ? দেখছিস্ না দেশের কি অবস্থা

নিজ বংশের কারো কারো প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম স্নেহ দেখা যেত। তাদের কল্যাণের জন্য বৈষয়িক ব্যাপারেও উপদেশ দিতেন ; আবার প্রয়োজনবোধে ভৎ´সনাও করতেন।

কুলগুরুর প্রতি ঠাকুরকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি। একবার ঢাকার ভক্তগৃহে ঠাকুরের উপস্থিত সময়ে তাঁহার কুলগুরু বংশের একটি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। ঠাকুর তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে উচ্চ আসনে বসিয়ে নিজে অন্যান্য সকলের সহিত সতরঞ্চের উপর বসে পড়লেন। অতি বিনীতভাবে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করে ঠাকুর জোড়হস্তে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

—চৌদ্দ—

অশক্ত দেহ নিয়েও ঠাকুর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। কোথাও স্থির হয়ে থাকতেন না। অপটু দেহ নিয়ে এমনি দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ানো ঠাকুরের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এই অসুবিধার কথা মুখ ফুটে তিনি কোনদিন বলেননি।

ভক্তগণ এ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ঠাকুরের জন্য একটি স্থায়ী আশ্রমের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। অনেক সময় ভক্তেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলতেন, 'এ বয়সে আপনার আর ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়; এখন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে পড়ুন।' এরূপ প্রস্তাবের উত্তরে ঠাকুর বলতেন, 'কই, স্থির হতে তো পারি না।'

ভক্তগণ রব তুললেন, ঠাকুরের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই আশ্রমে ঠাকুর স্থায়ীভাবে থাকবেন, আর ভক্তরা সুযোগসুবিধা মত সেখানে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করে আসবেন। ঠাকুরও ভক্তদের আকাঙ্ক্ষায় সায় দিয়ে বললেন, 'আশ্রম করা তো ভালই।' তখন সকলেই মনে করলেন, ঠাকুর সম্মতি দিয়েছেন, আর দ্বিধার কারণ নেই। তারপর আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ব্বাচন করবার জন্য অনেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঢাকার সহরতলীতে স্থান নির্ব্বাচনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হল। শ্রীশ্রীঠাকুরও একদিন আমাদের কয়েক-জনকে সাথে নিয়ে সহরের উত্তর প্রান্তে একটি স্থান দেখে এলেন। কিন্তু তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

ঠাকুর তখন পুরীতে। সেখান থেকে খবর এলো, আশ্রমের জন্য ঐ অঞ্চলে ৮০ বিঘা জমি পাওয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাব ভক্তগণ সমর্থন করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে ঢাকার ভক্তগণ সহরের পশ্চিম প্রান্তে ৪ বিঘা উন্নত ভাল জমি পছন্দ করলেন। এসংবাদ ঠাকুরকেও জানান হল। আর বিলম্ব না করে জমির বায়না দিবার দিন স্থির করে টাকা সংগ্রহ করা হল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বায়নার টাকা নিয়ে রওনা হবার পূর্ব মুহূর্তে পুরী হতে টেলিগ্রাম এলো, জমি কেনা স্থগিত রাখ।

কয়েক মাস পরে সংবাদ এলো, চট্টগ্রাম সহরের তিন মাইল দূরে পাহাড়তলী রেল ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পাহাড় সহ আশ্রমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতি দান করেছেন। শ্রীশুভময় বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ আইনসঙ্গত ভাবে স্থানটি গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন।

আশ্রম বাটী নির্মাণ কল্পে চারদিক থেকে ভক্তগণ যে যা পারলেন অর্থ পাঠাতে লাগলেন। ঠাকুরের কৃপায় এবং ভক্তগণের সমবেত চেষ্টায় পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য আশ্রম নির্মিত হল। বিশিষ্ট ভক্ত বিধুবাবুর আন্তরিক চেষ্টায় আশ্রমের নির্মাণ কার্য্য সমাধা হল।

তারপর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩৩৭ সনের ১৫ই ফাল্গুন আশ্রমে প্রবেশ করবেন। ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। প্রবেশ উৎসবের পুর্ব্বদিন আমরা ঢাকা থেকে একদল রওনা হলাম। পথে ষ্টিমার ও ট্রেণে বহু অজ্ঞাত পুরুষ ও মহিলা ভক্তের সহিত আমরা চিরপরিচিত রূপে মিলিত হলাম।

সকাল হতে আশ্রমে অগণিত ভক্তের আনন্দ কোলাহল ও কীর্ত্তন আরম্ভ হল। শ্রীশ্রীঠাকুর চট্টগ্রাম সহর হতে সুসজ্জিত মোটরে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সে সময়ে কী উৎসাহ উদ্দীপনাই না দেখা গেল ভক্তদের ভিতর। কীর্ত্তনের রোল দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল, পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

তিন দিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অগণিত নরনারী উৎসব ক্ষেত্রে সমবেত হয়ে ঠাকুরকে নিয়ে কতই আনন্দ করলেন। সকলেই ভাবলেন, এইবার চমৎকার ব্যবস্থা হল। ঠাকুর এখন আশ্রমবাসী হলেন, ভক্তেরা সুবিধামত এসে তাঁর চরণ দর্শন করবেন।

কিন্তু হায়! ত্রি-রাত্রি আশ্রমে অবস্থানের পরই ঠাকুর বলে উঠলেন, আচ্ছা, এখন তবে আসি। কার সাধ্য তাঁকে বাধা দিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর ধারে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে সহরের পথ ধরলেন। ঠাকুরের সুসজ্জিত কক্ষ ঠিক নূতন অবস্থায়ই পড়ে রইল।

সেই বৎসর আশ্রমে দুর্গোৎসবের আয়োজন হল। রব উঠলো, পূজায় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে উপস্থিত থাকবেন। কাজেই বহু আশায় আবার ভক্তবৃন্দ সমবেত হলেন পাহাড়তলীর আশ্রমে। পূজার প্রতিমা সজ্জিত হল, আয়োজন উদ্যোগও যথারীতি আরম্ভ হল। উৎকণ্ঠিত হয়ে সবাই ঠাকুরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী এলো, কিন্তু ঠাকুর এলেন না—এলো তাঁর দীর্ঘ একখানি পত্র। ঠাকুর লিখেছিলেন, "স্থূল দেহে ঐ আশ্রমে প্রবেশের অধিকার আমার থাকলো না। গুরুদেব আশ্রমের ভার গ্রহণ করলেন।' এই পত্রে আশ্রমের পুকুর ও বৃক্ষাদি সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা আছে।

কিন্তু ঠাকুর স্থূলদেহে আশ্রমে প্রবেশ না করলেও ভক্তগণের কদাপি সেখানে আনন্দের অভাব ঘটে নাই এবং অদ্যাপি ঘটছে না।

অতঃপর লৌকিক ভাবে একটি সাধারণ প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন; 'ত্রি-কালদর্শী ঠাকুর কি জানতেন না যে, দেশের পরিবর্ত্তন আসন্ন এবং তাঁহার ভক্তগণ আশ্রমের আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হবেন? এসব জেনেও তিনি পাহাড়তলীতে এবং ডিঙামানিকে আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠায় অনুমতি দিলেন কেন?'

দেশবিভাগের ফলে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত হিন্দুস্থানে চলে আসলেন, আর তিনি নোয়াখালি জেলার চৌমোহনীতে উপেনবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করতে লাগলেন এবং সেই স্থানেই দেহত্যাগ করলেন। তিনিও কেন হিন্দুস্থানে চলে এলেন না?

মনে হয়, প্রশ্নটি আদৌ জটিল নয়। মায়ার জগতে মায়ামুগ্ধ জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা। আমাদের পক্ষে উপরোক্ত রূপ চিন্তা করা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষগণের পক্ষে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মহাপুরুষগণ দেশ কালের অতীত। ব্রহ্মাবগাহী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কি এ-দেশ সে-দেশের কোন বিচারবিতর্ক থাকতে পারে? জগত পরিবর্ত্তনশীল, ভ্রান্তি, মায়া। মায়াতীত ঠাকুরকে উক্ত রূপ বিতর্কের বিষয়ীভূত করা আমাদের ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

—পনেরো—

শ্রীশ্রীঠাকুর অধিকাংশ সময়ই ভগবৎপ্রসঙ্গ নিয়ে থাকতেন। ভক্তগণ সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করলেও তিনি তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে গূঢ়তত্ত্ব দ্বারা উহার বিশ্লেষণ করতেন। ঠাকুর সহজভাবে তত্ত্বকথার মীমাংসা করতেন, কিন্তু ভক্তগণ উহা আড়ষ্ট ও দুর্বোধ্য মনে করতেন। নাম মাহাত্ম্য, সাধনতত্ত্ব, ভগবৎলীলা, বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও আলোচনা যে ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করতেন, তাহা সাধারণের পক্ষে কেন, বৈদান্তিকগণের কাছেও দুরূহ বলে মনে হত।

ঠাকুর যখন কোন জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন ভক্ত নরনারিগণ যেন 'হাই' তুলতেন। অনেকে গুটি গুটি স্থানত্যাগ করতেন। উপস্থিত নরনারীর আগ্রহ মন্দীভূত দেখে ঠাকুর অনেক সময় বলতেন, 'নাম করুন।'

একটি সাধু ঠাকুরের তথ্যপূর্ণ উপদেশাবলী ও বেদান্তের আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা ঐ সকল তত্ত্ব-কথা বুঝবার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. BANARAS

করলেও ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারবে না। কেননা, মহাপুরুষগণ ভাবমুখে অনেক কথা বলে থাকেন; ঐ সকল তত্ত্ব সাধারণ মানুষের কাছে এলোমেলো মনে হয়। তাঁরা কখন কোন্ স্তরে থাকেন এবং কোন্ রহস্যের ইঙ্গিত করেন, তাহা সংসারের মায়াবদ্ধ জীব কেমন করে বুঝবে? এম্, এ ক্লাসের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক দর্শন শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রের পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা কখনো সম্ভব?

একদিন জনৈক তর্কতীর্থ উপাধিধারী বিখ্যাত পণ্ডিত ঠাকুরের মুখে রাসলীলার ব্যাখ্যা শুনছিলেন। কিছুক্ষণ অখণ্ড মনোযোগের সহিত লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে পণ্ডিত ম'শায় করযোড়ে নিবেদন করলেন, 'প্রভু, আর পারছি না, আমার মস্তিষ্ক ঠিক ঠিক তত্ত্বটি ধারণা করতে পাচ্ছে না। বারান্তরে আবার আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন।' অগত্যা ঠাকুরকে মাঝ পথে রসভঙ্গ করে থামতে হল।

ঠাকুর সরল উপদেশের কথা বহু ভক্তকে বলেছেন এবং চিঠিপত্রেও লিখেছেন। উহারই সহজবোধ্য মাত্র কয়েকটি উপদেশ উদ্ধৃত করছি;—(ইহার অধিকাংশই মোহান্ত মহারাজ প্রকাশিত "বেদবাণীতে" সন্নিবেশিত হয়েছে)।

১। সকল ভারই গুরু বহন করিতেছেন, করিবেন। তজ্জন্য চিন্তা করিবে না। যাহা পার করিবে, না পার, না করিবে। সর্বদা তাঁহার পদে অনন্যমতি রাখিবার চেষ্টা করিবে।

২। মনকে সর্বদা সবল রাখিবে। বাসনা মনকে চঞ্চল করিয়া ফেলে; শান্তি অশান্তি তাহাতেই হয়। সর্বদা গুরুর উপর ভার দিয়া সংসার চালন কার্যেতে থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। সর্বদা অনাসক্ত হইয়া উপস্থিত কার্য কর্মাদি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। বাজে, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী সুখজনক গোলমাল না করিয়া গুরুর কার্যে রত থাকিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিবে। পবিত্র আত্মাকে ছাড়িয়া অনিত্য অসুখকর ক্ষণসুখের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। সকল বেগ সর্বদা সহ্য করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কাহারো দোষগুণ লইবে না।

৪। সর্বদা নাম করিবে। নামই সকল অভাব দূর করে, মনকে স্থির করিয়া দেয়

৫। সর্বদা সহিষ্ণুতার আশ্রয় নিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। ধৈর্য্যই ধর্ম, ধৈর্য্যই কর্ম, ধৈর্য্যই সহায়।

৬। সর্বদা প্রাণ, যাহা শরীরের মধ্যে আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিবে; নাক দিয়া যে শ্বাস প্রশ্বাস যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে না। ধীর হইয়া বসিয়া যতটুকু সময় পারা যায়, বাজে কথা না বলিয়া ঐ নাম মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণের সন্ধান জানিতে পারিবে।

৭। উপস্থিত সংসারের কর্ম যথাসাধ্য শেষ করিতে চেষ্টা করিবে। অহঙ্কার বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমান যত ত্যাগ করিয়া ভগবানের অভিমানে উঠতে পার, তাহাই করিবে।

৮। পরের দোষ দেখিতে নাই। আপন দোষগুলির অনুসন্ধান করিয়া সর্বদা দোষগুলিকে পবিত্র করিতে হয়।

৯। প্রারব্ধ ভোগের জন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য কি ভয় করিতে নাই। যখন যেমনই অবস্থার উদয় হউক না কেন, সহিষ্ণুতার দ্বারা সর্ব্বদা সহ্য করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। অদৃষ্টচক্রে যাহা জুটিবে তাহার দ্বারাই সন্তোষ থাকিতে হয়। ভ্রান্তিবশতঃ হা হুতাশ করিতে নাই।

১১। বিবাহ করিলে সংসার বন্ধন হয় না, আসক্তিই বন্ধন করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সকলেই বিবাহ ও সংসার পালন করিয়াছেন।

১২। সংসার শব্দই ভ্রান্তিজনক শব্দ। সুখে, দুঃখে, পাপে, পুণ্যে জড়সড়। শান্তি খুঁজিয়া ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। নিত্য সুখলাভ করিতে হইলে অগ্রে সুখের ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতে হয়।

১৩। ভগবান সর্বজ্ঞ, সমভাব, নিরপেক্ষ শক্তি। তাঁহার বিচার সূক্ষ্ম, জীবের বুঝিবার শক্তি নাই। তিনি মঙ্গলময়। তাঁহাকে ভুলিয়াই কর্ত্তৃত্বাভিমানে নানা অভাব ভোগদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড, ১৬২ নং চিঠি)

১৪। সংসার মায়াময়, অস্থায়ী নশ্বর প্রকৃতি দ্বারা গঠিত গতাগতি। পুনঃপুনঃ অদৃষ্টানুসারে জীবের সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। কাহারো কোন শক্তি নাই, এই ভোগ খণ্ডন করে। (প্রথম খণ্ড, ১৬৩ নং চিঠি)

১৫। সত্যই পরম পদ, সত্যকে ত্যাগ করিবে না। সর্বদা মনকে সত্যপথে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

১৬। সংসারের চিন্তা না করিয়া উপস্থিত যাহা যখন কর্ম হয়, তাহা যথাসাধ্য আয় অনুসারে কুলন করিতে ব্যবস্থা করিয়া যথা সময়ে যাহা পারা যায়, স্থিরচিত্তে গুরুর কার্য করিবে। ভগবৎ চিন্তা যাহা যখন পারা যায়, তাহাই ভাল।

১৭। নলরাজা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। তাহারা কতই না সহ্য করিয়া ধর্মরক্ষা করিয়াছেন! ধর্মের পর আর কিছুই সম্পদ নাই। স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদি ধনজন সকলি দুঃখের আকর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের ভাবিতে গেলে সুখ কিছুই নাই। ভ্রান্তিবশতঃ সুখবোধ হয়; তাহাও ক্ষণস্থায়ী, দুঃখই বেশী। অনিত্যকর বিষয়ের জন্য দুঃখ করা ভুল। কেবল গুরুর উপর সমস্ত ভার দিয়া খাঁটি হইয়া স্থির ভাবে গুরুবাক্য পালনে যত্নশীল হইবে।

১৮। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন যাহারা মুখাপেক্ষী হইয়া আছে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ভরণপোষণ করাই ধর্ম, ইহাতেও ভগবানের সেবা হয়। অনাসক্ত ভাবে এদের সঙ্গ লাভ হইলে মঙ্গলই হয়।

১৯। উপস্থিত সময়ে যে যে ভাবের আবরণ পড়ে, সেই সেই ভাবেই তৃপ্ত থাকিয়া কর্মসকল সম্পাদন করিতে হয়। কর্তা অভিমানী হইলেই পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হয়।

২০। একমাত্র শরণ নিয়া থাকাই পরমানন্দের গর্ভে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। যাহা যখন পার, করিবে। মনে রাখিবে, আমার একজন উদ্ধারের কর্তা এই প্রাণরূপে সর্বঘটে সমান সত্ত্বায় বাস করেন।

—ষোল—

প্রার্থনা-সঙ্গীত

হে প্রভু, ঘনতমসাবৃত ধরণী, মোহান্ধকারে নরনারী দিশেহারা, বিভ্রান্ত; ধর্ম, ন্যায় ও নীতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর্যঋষি ও অবতারাদির উপদেশামৃত অবহেলিত, নীচতা, স্বার্থপরতা ও হিংসাবিষে সমগ্র বিশ্ব জর্জরিত; সেই দুর্দিনে গাঢ় তমসা বিচ্ছিন্ন করে মানবকল্যাণে নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাহাত্ম্যের পুনঃ জাগরণকল্পে অতীতের এক শুভ মুহূর্তে পুণ্য বঙ্গভূমিতে তুমি অবতীর্ণ হলে। সেদিন অন্তরীক্ষে ধ্বনিত হয়েছিল—

ভাতিল উদয়াচলে উজল তপন,
জাগো জাগো, ওগো জাগো।
অরুণ আলোকে উঠে, নব বেদবাণী
জাগো জাগো ওগো জাগো।

ত্যজি ঘুমঘোর মায়ার স্বপন
ওরে ও ভ্রান্ত মেলরে নয়ন,
প্রেমের বারতা করহে বরণ
করুণার কণা মাগো।

মোহের বাঁধন করিতে মোচন
এসেছে দয়াল পতিত পাবন,
কোথা আছ কেবা অধম সেজন
জাগো জাগো ওগো জাগো।

হে উদাসী ঠাকুর, শৈশবে ক্রীড়াচ্ছলে ধর্মানুষ্ঠানে মত্ত, যৌবনে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তীর্থ পর্য্যটনে ও তত্ত্বানুসন্ধানে রত, কৌমার্য্য ব্রতধারী উদাসী শ্রীরাম শ্রীগুরুর নির্দেশে সীমাহীন সমুদ্রতটে, দুর্গম গিরিকন্দরে তপস্যায় নিমগ্ন, তারপর লব্ধ জ্ঞানামৃত আপামর সাধারণের ঘরে ঘরে বিতরণ রত কাঙালের বেশে দয়াল ঠাকুর—

ঐ ছাখ কাঙাল বেশে দয়াল ঠাকুর এসেছে রে,
কে আছ অধম কাঙাল ছুটে আয় রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেলা ঘরে ধূলো খেলায়
মত্ত আছ সারা বেলায়,
ভেঙ্গে তোর মায়ার খেলা ছুটে আয় রে।
ও চরণে শরণ নিয়ে
নামে প্রাণ ডুবিয়ে দিয়ে,
প্রাণের তারে তান মিশিয়ে নেচে আয় রে।

হে প্রেমের ঠাকুর, ত্রিতাপদগ্ধ মানবাত্মার কল্যাণে, নাম মাহাত্ম্যে পতিত মানবের জাগরণে, সর্বত্যাগী ঠাকুর স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণে রিক্ত, বঞ্চিত ও আত্মবিস্মৃত নরনারীকে ভূমানন্দের আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন,—

ওরে ভ্রান্ত হে অশান্ত ভোগে শান্তি নাই রে,
ত্যাগে প্রেমে নামরসে সদা মত হও রে।
বহির্মুখী কেন আর অন্তরে আসন তার,
আনন্দেরি রসধারা ঝরিছে রে অনিবার ;
বল বল অবিরাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ভজ রাম কহ রাম পরম দয়াল রাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম ;
মন প্রাণ সমর্পিয়ে শ্রীরাম চরণে শরণ লও রে।

হে গুরু, হে কাঙালের ঠাকুর, অধম পতিত জনে কৃপা কর, নিজগুণে জ্ঞানালোক দান কর, অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ জীবনকে ধন্য কর। নরদেহে তুমি অতি হীন পাপাচারীকেও তোমার অপার্থিব স্নেহের করস্পর্শে ধন্য করেছ, সেই করুণার স্পর্শ হতে অভাজনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চিত করো না প্রভু! আমরা কামনা বাসনার দাস, সাধন-ভজন-হীন নগণ্য মানব, অনুরাগ ও ব্যাকুলতা নিয়ে তোমার প্রদত্ত নাম-সাধনায় নিমগ্ন হতে পারিনি। হে প্রভু, আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান, সত্যপথভ্রষ্ট, মোহগ্রস্ত; হে দয়ালগুরু রামচন্দ্র, তোমার রাতুল চরণে আশ্রয় দাও; আনন্দ উৎসবে, অভাব অভিযোগে, শোক দুঃখে, জীবনে মরণে তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করো না প্রভু—

ও দু'টি চরণে লইনু শরণ
শ্রীগুরবে নমোনমঃ,
দেহ কৃপাবিন্দু ওয়ে কৃপাসিন্ধু
কৃপাহি পুরুষোত্তম।
কামনা সাগরে রয়েছি মগন
সাধন ভজন বিহীন জীবন,
কেমনে তরিব নিঠুর শমন
কৃপা বিনে প্রিয়তম।
করুণা সাগর অধম তারণ
দেহ দীনে প্রভু অভয় চরণ,
জীবনে মরণে হের এ সেবকে
জয় রাম নমোনমঃ।
জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri [illegible] Ashram
BANARAS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi